ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 October, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ অক্টোবর ২০২০ ইং ■ ৬ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলায় একটি মন্ডপে ষষ্ঠী পুজা। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

দুর্গোৎসবে ভিড় সামলাতে রাজ্যে অতিরিক্ত ডেমু ট্রেন

আগরতলা, ২২ অক্টোবর (হি.স.)।। শারোদৎসবে যাত্রী ভিড় সামলাতে অতিরিক্তট্রেন পেয়েছে ত্রিপুরা। আগরতলা-সাব্রুম এবং আগরতলা-ধর্মনগর রুটে অতিরিক্ত ডেমু ট্রেনের অনুমোদন দিয়েছে রেলওয়ে। আগামী ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৬ অক্টোবর ওইট্রেন যাত্রী পরিষেবা দেবে।বর্তমানে আগরতলা-সাব্রুম এবং আগরতলা-ধর্মনগর রুটে দুই জোড়া ডেমু ট্রেনযাত্রী পরিষেবা দিচ্ছে।

শারোদোৎসব উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত ট্রেনের সূচিওরেলওয়ে ঘোষণা করেছে। দিনের প্রথম ট্রেন আগরতলা থেকে সাব্রুমের উদ্দেশ্যেরওয়ানা দেবে সকাল সোয়া পাঁচটায়। তেমনি ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যেট্রেন রওয়ানা দেবে সকাল ছয়টায় এবং আগরতলা থেকে ধর্মনগর সকাল সাড়ে ছয়টায়।এছাড়া অন্যান্য ট্রেন ছাড়ার সূচি হল আগরতলা-সাব্রুম সকাল ১০টা ৫০ মিনিট,ধর্মনগর থেকে সাব্রুম দুপুর সোয়া দুটা, ধর্মনগর থেকে আগরতলা বিকেল পৌনে।রটে, আগরতলা থেকে ধর্মনগর বিকেল পৌনে ছয়টা, সাব্রুম থেকে ধর্মনগর সকালআটটা এবং সাব্রুম-থেকে আগরতলা রাত সোয়া আটটায়।

ষষ্ঠীতেই বৃষ্টি, ছন্দপতন জনজীবনে, আনন্দে ভাঁটা

আগরতলা / গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর (হি. স.)।। ষষ্ঠীতেই বৃষ্টিপাতের দরুন নাকাল হয়েছে অসম সহ ত্রিপুরার জনজীবন। মায়ের বোধনের আগেই বৃষ্টি পূজার আনন্দে ভাঁটা পড়ার সম্ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে। অবশ্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী সপ্তমী এবং অষ্টমীতেও বৃষ্টি হবে। তবে ত্রিপুরায় দুর্গোৎসবে ভারী বৃষ্টিপাত হলে আনন্দে ভাটা পড়বে ঠিকই। কিন্তু করোনা-প্রকোপ থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যাবে। কারণ বৃষ্টিপাতের দরুন পূজা মণ্ডপে ভিড় হওয়ার অবকাশ নেই।

করোনা-প্রকোপের মাঝে দুর্গোৎসবের আনন্দোল্লাসে বাধা হয়ে দাঁড়াবে প্রকৃতিও। মুখ ভার থাকবে আকাশের। আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী ষষ্ঠী থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আজ দিনভর বৃষ্টিতে ত্রিপুরার রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় গত কয়েকদিনের তুলনায় কম ছিল। বাজারেও তেমন লোকের ভিড় ছিল না।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের মধ্যাংশ এবং আশপাশে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে ত্রিপুরায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তার প্রভাবে ২২ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর অসম, ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২২ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরার অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি এবং দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ২৫ এবং ২৬ অক্টোবর বৃষ্টিপাত তুলনামূলক কম হওয়ার সম্ভাবনা।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ রাতে এবং আগামীকাল ভোর পর্যন্ত ত্রিপুরায় অস্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এ-বিষয়ে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে, আগামীকাল সন্ধ্যায় বৃষ্টিপাত কম হতে পারে। আবহাওয়া দফতরের জনৈক আধিকারিকের কথায়, আগামীকাল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাত হবে। স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করা যাচ্ছে, দুর্গোৎসবের আনন্দে ছন্দপতন ঘটাবে বৃষ্টিপাত। এমনিতেই করোনা মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করে রেখেছে। ফলে করোনা ও প্রকৃতির দ্বিফলায় উৎসবের আনন্দে ভাঁটা পড়বে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এদিকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি থামতেই রাজপথে বাইক ও গাড়ির দাপট লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিকে, প্রতিটি প্যান্ডেলেই ছিল করোনার সচেতনতামূলক নানা প্রচার। তাছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর নজরদারী ছিল রাজধানীতে।

ত্রিপুরায় বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনার পদে দায়িত্ব নিলেন মহঃ জুবায়েদ হোসেন

আগরতলা, ২২ অক্টোবর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বাংলাদেশের নতুন সহকারীহাইকমিশনার দায়িত্ব নিয়েছেন। সহকারী হাইকমিশনার মহম্মদ জুবায়েদ হোসেনবিদায়ী সহকারী হাইকমিশনার কিরীটি চাকমার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার তিনি দায়িত্ব নিয়ে সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবেরসাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এ-বিষয়ে এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরায়অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের সহকারী হাইকমিশনার মহম্মদ জুবায়েদ হোসেন এবংবিদায়ী সহকারী হাইকমিশনার কিরীটি চাকমার সঙ্গে সাক্ষাত করেছি। ত্রিপুরারবিকাশে চট্টগ্রাম বন্দরকে আরও কী ভাবে ব্যবহার করা যায় এবং রাজ্যেরসোনামুড়ায় অস্থায়ী জেটির মাধ্যমে বাণিজ্য তরান্বিত করার বিষয়ে আলোচনা করেছি।

রাজ্যে করোনা আক্রান্তে মৃত্যুতে হঠাৎ বৃদ্ধি, ২৪ ঘন্টায় মৃত পাঁচ

আগরতলা, ২২ অক্টোবর (হি. স.)।। শারোদৎসবে-র শুভ মুহুর্তে-র সূচনায় হটাৎ করোনাক্রান্তে মৃতের সংখ্যায় সামান্য বৃদ্ধি হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাতে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৩৩৬ জন-র করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, নতুন করে ১২৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। অন্যদিকে, ২৫০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন।

ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২৯,২২৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৭,৪৭৯ জন সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২০৮৪ জন। স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুযায়ী করোনা আক্রান্তের হার ত্রিপুরায় ৬.৭৮ শতাংশ। অন্যদিকে, সুস্থতার হার ৯১.৯০ শতাংশ এবং মৃতের ১.১২ শতাংশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলমচৌরায় দুর্ঘটনায় হতাহত সহোদর দুই ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ অক্টোবর।। ইকো গাড়ির সাথে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীনরয়েছেন। হতাহতরা সহোদর ভাই বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে সিপাহিজলা জেলার নয়নজলা মাদ্রাসার সামনে বাইক ও ইকোগাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে। এতে শ্যামল নমশূদ্র (৩১) এবং তার ছোট ভাই মাধবনমশূদ্র (২৬) গুরুতর আহত হন। তাদের বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেনিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা উভয়ের শারীরিক অবস্থা গুরুতর দেখে জিবিহাসপাতালে স্থানান্তর করেন। পথে শ্যামল নমশূদ্রের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর ছোটভাই আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে ঘটনা সংঘটিত করেঘাতক ইকো গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে চালক।কলমচৌড়া থানার পুলিশ ওই ঘটনায় একটি মামলা নিয়েছে। পুলিশ বাইকটি আটক করেথানায় নিয়ে গেছে।

সাত সকালে রাজপথে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র মহিলা কলেজের সামনে থেকে বৃহস্পতিবার সকালে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পথচারীরা সকালবেলা মৃতদেহটি মহিলা কলেজের সামনে পড়ে থাকতে দেখেন। তখন ঐ পূর্ব থানার পুলিশকে খবর দেন পথচারীরা। চাঞ্চল্যকর এই খবর পেয়ে পূর্ব থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

মহিলা কলেজের সামনে পড়ে থাকা মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। এখনো পর্যন্ত মৃতদেহটি শনাক্ত করা যায়নি। মৃতদেহটি সনাক্ত করার জন্য হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। শারদ উৎসবের প্রথম দিনেই রাজধানী আগরতলা শহরে অজ্ঞাত পরিচয়ের মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য এখনো পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে পলাতক স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ অক্টোবর।। আজ বিকালে উদয়পুর তেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জগদীশ ঘোষের ছেলে রূপক ঘোষ তার স্ত্রী ঝর্ণা ঘোষকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। দীর্ঘ দিন ধরে রূপক তার স্ত্রী ঝর্ণাকে পরকীয়া কাজে লিপ্ত রয়েছে বলে সন্দেহ করতে থাকে। এনিয়ে প্রায় প্রতিদিনই বচসা লেগে থাকতো।

গত কয়েক দিন ধরে এই ঝগড়া বিবাদ লেগে থাকার ফলে ঝর্ণার বাবা আজ ঝর্ণাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসেন। সকালে ঝর্ণার শাশুড়ি ঝর্নাকে ৬০০টাকা দেন বাপের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ঝর্ণার স্বামী রূপক বাড়িতে হট্টগোল লাগিয়ে ঝর্ণার উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে শেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাৎ আইপিএফটির প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। রাজ্যের শাসক জোট শরিক আইপিএফটির প্রতিনিধি দল বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। নাড্ডার সাথে বৈঠকে রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের একগুচ্ছ দাবি তুলে ধরেন। তাছাড়া এডিসি নির্বাচনে বিজেপির সাথে আসন সমঝোতার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া।

শ্রীজমাতিয়া জানিয়েছেন, এদিন প্রায় ত্রিশ মিনিট যাবৎ চলে নাড্ডার সাথে আইপিএফটির প্রতিনিধি দলের। আইপিএফটির তরফ থেকে নাড্ডাকে জানানো হয়েছে ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাথে সমঝোতার সময় বিজেপি নেতৃত্ব আশ্বাস দিয়েছিল যে এডিসিতে তাদেরকে ফ্রিহ্যান্ড দেওয়া হবে। তাই আসন্ন এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটি ২২ টি আসনের দাবী জানাচ্ছে।

এছাড়াও এদিন আইপিএফটির তরফ থেকে হাই লেবেল মডালিটি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশের দাবীও জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যে বেকার যুবক যুবতীদের জন্য সরকারী শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারেও দাবী জানানো হয়েছে। আইপিএফটির প্রতিনিধি দল বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার কাছে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ভালভাবেই কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

চাকুরি সহ পাঁচ দফা দাবীতে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি টেট উত্তীর্ণ বেকারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। টেট উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকরির সময়সীমা থাকে মাত্র এক বছর। আগামী মার্চ মাসে তাদের সময়সীমা শেষ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকার এইসব উত্তীর্ণদের চাকরিতে নিয়োগ করেনি।

ফলে এসব বেকা ররা চরম সমস্যার সম্মুখীন। চাকরির প্রত্যাশায় দীর্ঘদিন ধরে তারা বসে রয়েছে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের জন্য চাকরির কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সে কারণেই অনিশ্চিত ভবিষ্যত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা শিক্ষা অধিকর্তার শরণাপন্ন হয়। শিক্ষা অধিকর্তা সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা

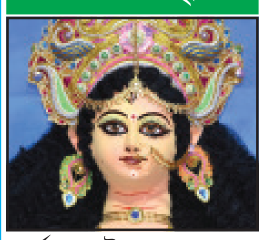

দুর্গোৎসব উপলক্ষে জাগরণ এর পক্ষ থেকে সমস্ত পাঠক, গ্রাহক, ও বিজ্ঞাপনদাতাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ছুটি

দুর্গোৎসব উপলক্ষে ২৩-২৬ অক্টোবর পর্যন্ত জাগরণ ও রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর কর্মীদের ছুটি। এই চারদিন পত্রিকা প্রাকশিত হবে না। ২৮ অক্টোবর পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

করোনায় ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,১৬,৬১৬

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.)।। উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে, ভারতে ৭৭-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৭৭,০৬, ৯৪৬-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৭০২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৫,৮৩৮ জন।বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৬,৬১৬ জন এবং মোট সংক্রমিত ৭৭,০৬,৯৪৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৭৯,৪১৫ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুক্তির শর্ত অনুসারে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গীদের হাতে টাকা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। সরকারের উন্নয়নের বিকাশ। সরকার এ জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ করছে। আজ টি (এস ডি) গ্রুপের আত্ম সমর্পণকারীদের আর্থিক সহায়তা

মূল অভিমুখই হচ্ছে রাজ্যের জনগণের জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি জনজাতিদের সার্বিক আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে ত্রিপুরা পুলিশের উদ্যোগে আয়োজিত এন এল এফ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে এন এল এফ টি (এস ডি) গোষ্ঠীর আত্মসমর্পণের চুক্তির শর্ত অনুসারে ওভারগ্রাউণ্ড সদস্যদের এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজকের অনুষ্ঠানে ১৩৬ জন ওভারগ্রাউণ্ড সদস্যকে ১ লক্ষ টাকা করে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আজ যারা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন তারা সকলেই এই সহায়তাকে তাদের জীবনশৈলীর মানোন্নয়নে কাজে লাগাবেন। নিজে এবং নিজের পরিবারের প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুযোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২২ ▫ ২৩ অক্টোবর ২০২০ ইং ▫ ৬ কার্ত্তিক ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শক্তিরূপে দশভূজা

বোধন এর মধ্য দিয়া দশোভূজা দেবীর আরাধনা শুরু। এবছর এক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়া দশভূজা দেবীর আরাধনা করিতেছে জগত সংসার। শক্তিরূপে দশভূজা দেবী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে জগত সংসারকে রক্ষা করিবেন সেই প্রার্থনা সকলের।এই বছর দশভুজার আরাধনাকে কেন্দ্র করিয়া রাজধানীর আগরতলা শহর সহ সর্বত্রই তেমন কোনো জাকজমকতা পরিলক্ষিত হইতেছে না। ভক্তিই এবছর ভক্তের অর্ঘ্য। দশভূজা মা আমাদের এই ভয়ঙ্ককর পরিস্থিতি হইতে রক্ষা করিবেন। সন্তানের আকুল আরতি নিশ্চয়ই মা পূরণ করিবেন। শক্তিরূপে অসুরবিনাশিনী মা আমাদের রক্ষা করিবেন।কাগজের পাতায়, টিভি চ্যানেলের আলোচনায় নিত্যদিন ভারতের অঞ্চলে অঞ্চলে, বড় শহরে বা গণ্ডগ্রামে, মেয়েদের উপর যে যৌন অত্যাচার, নিপীড়নের কাহিনি পড়ি বা শুনি, তাহাতে যেন এটাই প্রতিভাত হইতেছে যে নারী অবলা, যত শিক্ষিতই হোক না কেন সে সহজলভ্যা, তাহার উপর পশুপ্রবৃত্তির ভোগবাসনা অনায়াসে চরিতার্থ করা যায়। এক দিকে এই ঘৃণ্য ঘটনা ঘটিতেছে, আর অন্য দিকে ষোড়শোপচারে দুর্গার আরাধনার আয়োজন।

মণ্ডপে মণ্ডপে দশপ্রহরণধারিণী, মহিষাসুরদলনী যে দেবীমূর্তি পূজিতা হইতেছেন, আগমনি গানে, বাঙালি মননে তিনি হৈমবতী, মা মেনকার আদরিণী উমা, স্নেহময়ী জননী, আপনভোলা মহেশ্বরের প্রেমময়ী পত্নী তবে ভারতীয় পুরাণে তিনি নারীশক্তি এবং অদ্বৈততত্ত্বের প্রতীক। দেবীর প্রাচীনতম মন্ত্র বলে পরিগণিত ঋগ্বেদ-এর 'দেবীসূক্ত'-তে বলা হইয়াছে, অম্ভৃণ ঋষির বাক নামক ব্রহ্মবাদিনী কন্যার উপলব্ধি হয় যে, বিশ্বচরাচরের যা কিছু সবই ব্রহ্ম এবং সব কিছুই তিনি, অর্থাৎ সেই নারী। তিনি বলেন যে, আমি রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং বিশ্বদেবতারূপে বিচরণ করি; আমিই জগতের একমাত্র অধিশ্বরী, সমস্ত ভূলোক দ্যুলোক আমিই ব্যাপ্ত করিয়া থাকি।

পুরাণে সর্ব জগৎব্যাপিনী সমস্ত দেবতার দ্বারা উপাসিতা এই মাতৃশক্তির কথাই বলা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ-এর অন্তর্গত 'দেবী-মাহাত্ম্য' নামক তেরোটি অধ্যায় সম্বলিত চণ্ডী নামে খ্যাত গ্রন্থের কোথাও দেবীকে জননী, জায়া, কন্যারূপে দেখা যায়নি। তিনি মূলত বীর্যশক্তির প্রতীক। তাই 'দেবীদূতসংবাদ' নামক পঞ্চম অধ্যায়ে দেখি অসুর শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ডমুণ্ড নামক অসুরদ্বয় পার্বতীর অতীব মনোহরা রূপে মোহিত হইয়া তাহাদের প্রভু অসুরেশ্বর শুম্ভকে ওই স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। চণ্ডমুণ্ডের কথায় প্রলুব্ধ হইয়া শুম্ভ দূতকে দেবীর কাছে পাঠাইলে দূত দেবীকে তাহাদের প্রভুদের শক্তির কথা মনে করাইয়া একাকী নারী হইয়া বিপুল বলশালী অসুরদের বিরোধিতা না করিবার উপদেশ দেন। এই উপদেশ হইতে পরিষ্কার যে, নারীকে প্রাথমিক দৃষ্টিতে অবলা, রূপসর্বস্ব বলে গণ্য করা হত। তাই অন্য পুরুষ যে কাজে সমর্থ নয়, সেই কাজে নারীর পারদর্শিতা থাকিতে পারে, তা চিন্তাই করা যেত না। যখন সেই নারী যুদ্ধে একে একে অসুরসৈন্যের অধিপতি ধূম্রলোচন, চণ্ড, মুণ্ড, মহাসুর রক্তবীজ এবং অবশেষে নিশুম্ভকে ধরাশায়ী করে জয়ী হন তখনও দৈত্য শুম্ভ বলেন, দেবীর সেই জয় দেবীর নিজস্ব নয়, তা অন্যের থেকে প্রাপ্তমাত্র, সেই কারণে সেই শক্তি নিয়ে গর্ব করার কিছু তাঁর থাকতে পারে না বলে অভিহিত করেন।

উত্তরে দেবী যা বলেন তা তো বেদান্ত-রই মূল তত্ত্ব: 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা', এ জগতে একমাত্র আমিই তো আছি, আমার থেকে অপর দ্বিতীয় আর কে আছে? এই দেবীই বিভূতিবিশিষ্ট হয়ে বহুরূপে অবস্থানকারী। যখন তিনি তাঁর সেই বিভূতি সংবরণ করেন, তখন তিনি একাই অবস্থান করেন। তাই অন্য দেবতাদের যে শক্তি তা সব দেবীরই নিজস্ব। 'মধুকৈটভ বধ' নামক প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা বলেন যে, সৎ অসৎ যেখানে যা বস্তু আছে সবই এই দেবী এবং এই শক্তিই সর্বভাবে বিরাজিত। চণ্ডী-তে দেবীর এই সর্বব্যাপী স্বাশ্রয়া, স্বতন্ত্রা রূপের কথাই বার বার তুলে ধরা হয়েছে। তিনিই সব এবং সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বরী: সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী। তিনি পর এবং অপর উভয়েরই আশ্রয়, পরমেশ্বরী: দ্বয়রহিতা পরমেশ্বরী। শক্তিমানের সঙ্গে তাহার অদ্বয়ত্ব। তাই চণ্ডী-তে দেবী শিবশক্তি বা বিষ্ণুশক্তি নন স্বতন্ত্রা স্বাশ্রয়া শক্তি।

দৈত্যাধিপতি শুম্ভকে দেবী যুদ্ধে পরাজিত করিবার পর একাদশ অধ্যায়ে যখন ঋষিরা দেবীর স্তুতি করিয়াছেন, তখন সেই স্তুতিতে বলা হইয়াছে যে, দেবী জগতের একমাত্র আধারশক্তি। তিনি অনন্তবীর্যা, বিশ্বের বীজশক্তি। এই বীর্য একমাত্র দেবীরই শক্তি নয়, জগতের সমস্ত স্ত্রীর মধ্যেই তা বিদ্যমান। এই বীর্যশক্তির দ্বারাই নারী সমস্ত অশুভ শক্তিকে বিনাশ করিতে পারে। তাই দেবীর কাছে পুরুষ শুধু রূপ, জয়, যশ, শত্রুবিনাশ, আরোগ্য, বিপুল ঐশ্বর্যই একমাত্র প্রার্থনা করেনি, সেই সঙ্গে প্রার্থনা করিয়াছে মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম আমার মনোবৃত্তির অনুসরণকারিণী মনোরমা পত্নী দাও।

চণ্ডী-তে কোথাওই দেবীকে অন্য দেবতার উপর নির্ভরশীল হিসেবে তুলে ধরা হয়নি, তাঁর নিজস্ব শক্তির গরিমার স্তুতি করা হইয়াছে। এখানেই এই ধর্মগ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব। অন্যান্য ধর্মে যখন নারীর ভূমিকার এত দৃঢ় স্বীকারোক্তি তর্কসাপেক্ষ, ওই প্রাচীনকালেই হিন্দুধর্মে পূজিতা দেবীর এই প্রাধান্যের স্বীকৃতি বিস্ময় জাগায় বইকি! তাই এটা খুবই দুঃখের যে, দেশ জুড়ে যখন আমরা দেবীপূজার মাধ্যমে এই নারীশক্তির বন্দনা করছি, তখন সেই দেশেই নারীর কত নির্যাতন করা চলছে। মৃন্ময়ী মূর্তি থাক, সংসারের সমস্ত চিন্ময়ী 'দুর্গা'র শক্তি স্বীকার করাই হবে প্রকৃত মন্ত্রোচ্চারন এবং সত্তিকারের পুজো। শক্তি সাধনাই এ জগত সংসার মায়ের মমতাময়ী স্পর্শে ভয়ঙ্কর সংকট হইতে রক্ষা পাবে তা বলাা যাইতেই পারে।

শক্তি, সুখ, সুস্বাস্থ্য ও সাহস চান মায়ের কাছে, মহাষষ্ঠীতে টুইট রাজ্যপালের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): রাজ্যবাসীকে মহাষষ্ঠীর শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বৃহস্পতিবার সকালে রাজ্যপাল টুইটে লেখেন, "অশুভকে শুভ পরাজিত করায় এই শুভদিন মহাষষ্ঠীতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।" টুইট করে রাজ্যপাল লেখেন, "মা দুর্গার কাছে প্রার্থনাকরুন শক্তি, সুখ, সুস্বাস্থ্য ও সাহস দেওয়ার জন্য।" করোনা-আবহে পুজোর আনন্দ অনেকটাই ম্লান। পুজো মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন না দর্শনার্থীরা। তার উপর মহাষষ্ঠী থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সবমিলিয়ে পুজোয় এবার মুখভার আপামর বাঙালির।

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি

ড. সুরেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্থানটি মনোরম। গাছে গাছে ঘেরা বন। নাকি উদ্যান? বনই মনে হয়। গ্রামের লোকেরা আগাছা পরিষ্কার করছে। তমালশ্রেণির তলায় হরিতাভ সরসীর জলের দিকে তাকিয়ে আছেন অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। সুন্দর শোভন সময় এখন। সুনীল আকাশে পেঁডা তুলোর মতো শ্বেতশুভ্র মেঘমালা দেবতারা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন যেন আকাশতল। শারদ প্রকৃতির অতুলনীয় স্বর্ণশোভা দেখে দেবতারা যেন মহানন্দে ওড়াচ্ছেন চেল। 'আজি কি তোমার মধুর মুরতি/ হেরিনু শারদ প্রভাতে!/ হে মাত বঙ্গে, শ্যামল অঙ্গ/ ঝলিথে অমল শোভাতে।'

স্থান দশেড়ে। জেলা বাঁকুড়া। ভগবান সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদের প্রতিষ্ঠিত রামদয়াল আশ্রম। দুর্গাপুজো উপলক্ষে আশ্রমে এসেছেন অনুপম। তিনিই পৌরোহিত্য করবেন। উদ্যোক্তারা বললেন, কাল মহাষ্টমী অনুপমবাবু। সন্ধিপুজোর সময় তো খুব কম। সন্ধিপুজো রাত্রে । সন্ধ্যার নামছে। মৃদুমন্দ বাতাস। পশ্চিমের আকাশ রক্তাভ। অনুপমের স্মৃতির আনাচে কানাচে অনেক স্মৃতি ভিড় করতে লাগল। ক্ষণকাল থমকে দাঁড়াল চিরকালের দিকে । দীপ্ত আলোয় নক্ষত্রেরা সাজিয়ে দিল আকাশ। মহাকাশে বেজে উঠল মহাশঙ্খনাদ। পাশকে যেন বলে উঠল---অনুপমবাবু! চমকে উঠলেন তিনি। গভীর রাত্রি। সন্ধিপুজো শুরু। সময় বাঁধা ৪৮ মিনিট। চোখের জলে মা চামুণ্ডার পুজো চলছে। সবাই তাকিয়ে মায়ের দিকে। কিন্তু এ কী! মায়েকরদু'চোখ বেয়ে যে গড়িয়ে আসছে অশ্রুধারা! পূজক বিমূঢ়... বাক্যহারা! মা জেগেছেন আজ ভক্তের প্রার্থনায়। মৃন্ময়ী মূর্তি হয়েছেন আজ চিন্ময়ী জননী। অষ্টোত্তর শত সংখ্যক প্রদীপের দীপ্তিতেও মায়ের প্রসন্ন মুখেরই উদ্ভাস। পুষ্প, বিল্বপত্র দু'হাতে দু'হাত ভরে তুলে নেন অনুমপ। —মা গো.... এই অগ্নিতে দগ্ধ করো সমস্ত অজ্ঞান... '.......এ অঙ্গার অগ্নি হোক, এই অগ্নি ধ্যানালোকে হোক/; জ্ঞান হোক প্রেম, প্রেম শোকাবহ জ্ঞান / হৃদয়ে ধারণ করে সমাজের প্রাণ/ অধিক উজ্জ্বল অর্থে করে দিক অশোক আলোক'। বাংলা ১২৭৭। জানবাজারের মথুরমোহন বিশ্বাসের বাড়িতে দুর্গোৎসব। এবারে পুজোয় একটি আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন। ঠাকুরের উপস্থিতিতে মথুরবাবুর বাড়ি আজ আনন্দধাম। মাতৃপূজার প্রাণদীপ্ত মহিমায় গোটা জানবাজার আজ স্ফূর্ত, দীপ্ত। অগণিত ভক্তের সমাবেশ। দুর্গতিহারিণী দেবীমূর্তি এবারে যেন বড় হাস্যময়ী, প্রাণময়ী ও আনন্দময়ী। দালান গমগম করছে। বাড়ির সর্বত্র এক অপূর্ব শ্রী। মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বাদেবী বহুমূল্য গয়না শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পরাতে পরাতে কানের কাছে বললেন---বাবা, চলো। মায়ের আরতি হবে। মা'কে চামর করবে না? ভাবের অনুকূল কথা কানে য়েতেই টাকুর জদম্বার সঙ্গে নেমে এসে মা'কে চামর করতে লাগলেন। সেকি বসভূষণা দ্যুতিমতী জ্যোতি। অপূর্ব দৃশ্য! ধূপ, দীপ, ধুনায় সুরভিত মণ্ডপ। আরতির পর মথুরবাবু অন্দরমহলে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরতির সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কে চামর দোলাচ্ছিলেন? জগদম্বা হেসে বললনে---তুমি চিনতে পারলে না? 'বাবা' ভাবাবস্থায় চামর করছিলেন'। শ্রীরামকৃষ্মের পূণ্য সান্নিধে কেটে গেল সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। বিজয়ার ঊষায় মথুরমোহন দাঁড়িয়ে আছেন মণ্ডপে। তাকিয়ে আছেন অনির্বচনীয় প্রশান্তিমাখা দেবীমূর্তির মুখের দিকে। নিজেকে হারিয়ে ফেললেন মথুরমোহন।

'..........; আজি বাধা কি গো ঘুছিল চোখের/ সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের/ আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি/ নবসূর্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি/ নব ছন্দে নুতন আনন্দগানে। সে গানের সুর/ লাগিয়ে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর / প্রভাত আলোকে আজি'...... পাশ থেকে কেউ যেন বলে উঠল, —এবারে দশমী বেশিক্ষণ নেই, তার আগেই বিসর্জন হওয়া চাই। —কে ? কে কবল কথাটা? চিৎকার করে ওঠেন মথুর। —এবারে বিসর্জন হবে না। আমি হতে দেব না। নিত্য মায়ের পুজো আমিই করব। সকলেই বোঝালেন, কিন্তু মথুর অটল। এই আনন্দের হাট তিনি কিছুতেই ভেঙে যেতে দেবেন না। দোতালা থেকে নেমে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, —'মথুরবাবু...ও মধুরবাবু! ও.... এই তোমার ভয়? কে বলল তোমাকে, মাকে ছেড়ে তুমি থাকবে? তিনি তো সর্বত্রই আচেন। বৃক্ষ-লতায়-আকাশে-বাতাসে-সবেতেই তো তিনি। মথুরবাবুকে জড়িয়ে ধরে ভাবোম্মত্ত হয়ে ঠাকুর বলেতে থাকলেন---এই তো মথুরবাবু, তিনি তো তোমার হৃদয়েই আছেন। মথুরমোহনের বুকে পদ্মহস্ত বোলাতে বোলাতে ঠাকুর বললেন....এখানে থেকেই তিনি তোমরা পুজো নেবেন মথুরবাবু। দিব্য শব্দে মথুরবাবু এখন শান্ত। গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং, স্বস্থানং দেবী চণ্ডীকে/ সম্বৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ'। ইংরেজি ১৮৮৫। অক্টোবর মাস। শ্যামপুকুর বাটী। বেলা পাঁচটা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতলার ঘরে বসে আছেন। অনেক ভক্ত। কোনো কথা নাই। মাস্টার কাছ বসিয়া আছেন। নিভৃতে একটি একটি কথা। ঠাকুর জামা পরিবেন। মাস্টার জামা পরাইয়া দিলেন। ঠাকুর বললেন—'দ্যাখো, এখন আর বড় ধ্যান-ট্যান হয় না। অখণ্ড, একেবারে বোধ হয়ে যায়। এখন কেবল দর্শন। শারদীয়া মহাপূজা। দেবীভক্ত সুরেন্দ্র ঠাকুরের সম্মতিতে বাড়িতে পুজো করছেন। মহাষ্টমীর দিন। আজ শ্যামপুকুরে বাড়িতে অনেক ভক্ত এসেছেন। রাত্রি সাড়ে সাতটা নরেন্দ্রনাথকে বাৎসল্যভরে আলিঙ্গন করলেন ঠাকুর। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে গভীর সমাধিমগ্ন হলেন তিনি। ভক্তরা কানাকানি করতে লাগলেন এইসময় সন্ধিপূজা কিনা। সেজন্যই ঠাকুর সমাধিস্থ। আধঘণ্টা পর। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমাধির দর্শন সম্বন্ধে বলতে লাগলেন ---"এখান হইতে সুরেন্দ্র বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়ে গেল। দেখিলাম তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মায়ের আবেশ হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন হইতে জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"

১৯৫৭ সালের ১৯ শে অক্টোবর। ভগবান সীতারামাদাশ ওঙ্কারনাথদের এসেছেন দক্ষিণ কলকাতার যতীন দাস রোডে। বসে আছেন মা আনন্দময়ী। পরণে শ্বেতশুভ্র বস্ত্র। সোনার মতো রং। মাথায় মুকুট। হাতে শাঁখের চুড়ি। গলায় মোটা রজনীগন্ধার মালা ঝুলছে। যেন সাক্ষাৎ সরস্বাতী। স্বর্গীয় পরিবেশ। মা ঠাকুরকে বললেন—ভক্তদের উদ্দেশে তোমাকে কিছু বলতে হবে বাবা। ঠাকুর বললেন—মা আমারা এসেছি আপনার অমৃতবাণী শোনার জন্য। বলার জন্য নয়। মা বললেন---ঠিক আছে বাবা। আপনি এখানে আসবেন এবং বলবেন। ঠাকুর বললেন—আমি কী বলব মা? আমি তো নাম মহিমা ছাড়া কিছুই জানি না। মা আনন্দময়ী সম্মতি দিলেন—বাবা, নামই তো সব। ঠাকুর ওস্কারনাথ বলতে সুর

করলেন। ভাবগম্ভীর ভাষায় শুরু হল ব্যাসদেবের কাহিনী। নারদ প্রজাপতি সাংসদ। বাঁকুড়ার ভবতারণ চক্রবর্তীর পুণ্যজীবন, মহারাষ্ট্রে চোখামেলার কাহিনী বলে শুর করেলন সাধক হরিচরণের পুণ্য জীবনচরিত।

নাম হরিচরণ। গুরুর আদেশে সদাসর্বদা হরিচরণ দুর্গানামই জপ করে। সকলেই তাই তাকে ডাকে দুর্গাদাস বলে। জীবিকার জন্য বিক্রি করে শাঁখা -চুড়ি। প্রতিদিনই সকালে দুর্গাদাস দুর্গা দুর্গা জপ করতে করতে বেরিয়ে পড়ে গ্রামের পর গ্রাম। সেদিনের আকাশেও শারৎ মেঘের আনাগোনা। জলের বর্ণ আয়নার মতো। সুনীল আকাশ, অপূর্ব প্রকৃতির শোভা। জীবন কি এমনই একটি চিত্র? কে দিয়েছে মহাশিল্পীর নিপুণ তুলির টান? কবি যাকে বলেছেন 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' ছড়িয়ে গেলে ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুনি/ শরৎ তোমার শিশির -ধোওয়া কুন্তলে, /বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে/ আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।' বেলা দ্বিপ্রহর। প্রথম রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে শাঁখা-চুড়ির বাক্স মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলেছে দুর্গাদাস। মুখে অখণ্ড দুর্গানাম। তারিণীপুরের সীমানা ছড়িয়ে এক বিশাল মাঠ। মাঠের মাঝামাঝি একটি দীর্ঘ। সুবিশাল একটি বটবৃক্ষ দাঁড়িয়ে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সহসা এখটি ডাক ভেসে এল ' ও ছেলে, আমায় শাঁখা পরিয়ে দেবে?' কে ডাকল। দুর্গাদাস তো এমন মিষ্টি গলা কখনো শোনেনি। দীঘির ঘাট থেকে এসেছে কথাটা। একটু এগিয়ে দুর্গাদাস দেখল একটি ছোট মেয়ে ঘাটে দাঁড়িয়ে। দুর্গাদাস ভাবছে, অনেক বড় বড় মানুষের বাড়িতে শাঁখা পরিয়েছি, কিন্তু এমন ভুবনভোলানো রূপ তো কোথাও দেখিনি। মুখে বলল, কেন পরাবো না মা? বটগাছের শীতল ছায়ায় মাথার বাক্স নামিয়ে বসলো দুর্গাদাস। ঘাট থেকে মেয়েটি উঠে এসে বসল সামনে। আহা। কী রূপ। কী জ্যোতি। হাসতে হাসতে মেয়েটি বলল, 'খুব ভালো দেখে আমায় শাঁখা পরাও, ছেলে। দুর্গাদাস বেছে বেছে একজোড়া সুন্দর শাঁখা পারাতে লাগল পদ্মের মতো দুটি হাতে। তার হারে সামান্য দুর্গাদাসের শরীর। দুর্গানাম জপ করতে করতে নিজেকে সামলে নিল দুর্গাগাস। মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, 'আচ্ছা, তুমি সবসময় অমন দুর্গা-দুর্গা বলো কেন?' -মা দুর্গানাম করলে মা দয়া করেন। হ্যাঁ ছেলে, তুমি তাকে দেখেছো?

-না মা, আমি কি অত পুণি করেছি যে মা'কে দেখতে পাব? শাঁখা পরানো শেষ। মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল-'ওই যাহ। ও ছেলে, আমার কাছে তো পয়সা নেই। তোমায় দাম দেব কী করে? তোমারা শাঁখা খুলেনাও বাপু। দুর্গাদাস বলল 'না মা। আমার দামে কাজ নেই।' মেয়েটি বলল, 'তা হবে কেন? আমিই বা তোমার কাছে এমন শাঁখা পরব কেন? এক কাজ করো বাবা। গ্রামের ভেতরে যাও। আমার বাবার নাম উমাপদ ভট্টাচার্য। তাঁর কাছে গিয়ে বলবে, আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে। তিনি যদি বলেন, কই আমার তো কোনো মেয়ে নেই, তুমি সেকথা সুনো না। বলবে, সেকি। এইমাত্র তো আপনার মেয়েকে শাঁখা পরিয়ে এলাম। সে বলেছে, আপনার বাড়ির দুর্গামূর্তির পিছনে একটি বাক্সে পঞ্চাশ পয়সা আছে। সেটি নিয়ে আমাকে দিন'। উমাপদ খুব দরিদ্র। কোনোমতে তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। দুর্গামূর্তির পিছনের কৌটো থেকে সত্যিই একটি পঞ্চাশ পয়সা পাওয়া গেল। সেটি তুলে নেওয়ার পর দেখা গেল আর একটি পঞ্চাশ পয়সা...তারপর আরও একটি.... পরপর বেরোতেই লাগল। উমাপদ মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী ম্যাজিক দেখাচ্ছিস মা?' দুপুরে প্রসাদ খাইয়ে দুর্গাদাসকে বলেন উমাপদ, 'বাবা সেই দীঘিতে আমাকে একটিবার নিয়ে চলো, যেখানে আমার মেয়েকে তুমি দেখেছো। উমাপদকে নিয়ে দুর্গাদাস এল দীঘির কাছে। উমাপদ বললেন, 'কই? কোথায় আমার মেয়ে?' দুর্গাদাস বলল, 'এই ঘাটে তো ছিল। এখন নেই।' চিৎকার করে কাঁদতে লাগল সে---'মা গো। ও মা...আমাকে মিথ্যেবাদী সাজিয়ে দিলি মা? একবার দেখা দে...। উমাপদও কাঁদতে থাকেন শিশুর মতো। এটুকু বলার পর ঠাকুর ওস্কারনাথের কণ্ঠস্বর একটু মৃদু হল। দু'চোখ অশ্রুধারা। ধীরে ধীরে বললেন, আমি তাঁকে পেয়েও হারালাম। সামনে দেখেও চিনতে পারলাম না। বক্ষে করাঘাত করতে থাকে দুর্গাদাস---দয়া করে আরেকটিবার আয় মা। আমি যে এই ব্রাহ্মাণকে কথা দিয়েছি তোকে দেখাবে বলে। আমার কথা রাখ মা। এটুকু বলেই ক্ষণকাল নীরব রইলেন ঠাকুর। ওস্কারনাথ। তারপর খুব মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন কাঁদতে কাঁদতে—ধীরে ধীরে সেই দীর্ঘির জলের তরঙ্গ ভেদ করে উঠে এল শ্বেতপদ্মের মতো দুটি কোমল হাত। সে হাতে দুর্গাদাসের পরানো সেই দুটি শাঁখা। ভাষণ শেষ করে ঠাকুর ওস্কারনাথ সমাধিতে নীল হয়ে গেলেন। বাঁকুণার দশেড়ের রামদয়াল আশ্রমের পুরোহিত অনুপমবাবুর চোখের জলে মায়ের পূজা সন্তোষপুরের সনাতনবাবুর নিষ্কাম ভক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত মথুরমোহন এবং সুরেন্দ্রর জগজ্জননী আরাধনা আর ভগবান ওস্কারনাথের অমৃতকণ্ঠে বলে যাওয়া দুর্গাদাসের পবিত্র কাহিনি আজকের আগমনী সন্ধ্যায় আমাদের সকলকে উদ্বুদ্ধ করুক। করুক পবিত্র। আমরা জানি, বর্ষার বারিধারায় স্নাত হয়ে যখন পৃথিবী পবিত্র হয়, তখনই আসে শরৎ। বৃষ্টিধৌত আকাশ, স্নিগ্ধ প্রকৃতি... মা আনন্দময়ী অবতর্ণী হন সন্তানের কল্যাণে, বিশ্বের শান্তির জন্য। প্রকৃতি তো তাঁরই আগমনের পথ প্রস্তুত করে রাখে। পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে বাজে আনন্দময়ীর আগমনবার্তা। প্রতিটি ধুলিকণায় চলে মায়ের বরণ উৎসব। সে উৎসবে প্রকৃতির সঙ্গে সামিল হন শ্রী শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ সংস্কৃত শিক্ষা সংসদও ১০ অক্টোবর শনিবার সন্ধে পাঁচটায় এই উপলক্ষে একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপিকা ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. উমা চট্টোপাধ্যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতের প্রতি কেন মুখিয়ে বিশ্বের বিনিয়োগকারীরা

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

করোনার সঙ্কটময় পরিস্থিতি ও নেতিবাচক পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতীয় নাগরিকদের জন্য অত্যন্ত সুখবর। সুসংবাদ হল এটা যে, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে, ৩৫.৭৩ বিলিয়ন টাকার প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) ভারতে এসেছে। পূর্ববর্তী কোনও আর্থিক বছরে, পাঁচ মাসে এটাই সর্বোচ্চ এবং ২০১৯-২০২০-র প্রথম পাঁচ মাসের ৩১.৬০ বিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। সত্যিই বিশাল পরিমাণ অর্থ এবং দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। এই অর্থের সৌজন্যে দেশে নতুন নতুন শিল্পের সংস্থান হবে এবং কর্মসংস্থানও হবে। এফডিআই আসলে কী? আসলে কোনও একটি দেশের কোম্পানি অন্য কোনও দেশে বিনোয়োগ করাকেই এফডিআই বলে। এফডিআই দু"ধরনের। প্রথমত গ্রিন ফিল্ড প্রোজেক্টে। ভারতে যখন কোনও কোম্পানি স্থাপিত হয় এবং সেই কোম্পানিতে অন্য দেশের কোম্পানি বিনিয়োগ করে, তাকেই গ্রিন ফিল্ড এফডিআই বলা হয়। অপরটি হল, কোনও বিদেশী কোম্পানি যদি আগে থেকে চলতে থাকা কোনও কোম্পানির শেয়ার কিনে নেয়। উদাহরণ স্বরূপ, সিঙ্গাপুরের সভরেন ওয়েলথ ফান্ড জিআইসি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাঁরা রিলায়েন্স রিটেইল ভেঞ্চারস লিমিটেডের মাত্র ১.২২ শতাংশ শেয়ার কিনতে ৫,৫১২.৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। এটাই হল এফডিআই। ভারতে দ্রুত বেড়ে চলা এফডিআই নিয়ে কথা বলা যাক। এখন এই বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, অন্যান্য দেশ থেকে আসা মূলধন থেকেই অনেক কোম্পানি তাঁদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। এর ফলে বিদেশী কোম্পানিও লাভের অংশ পায়, যাঁরা ভারতীয় কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেছেন।

এফডিআই প্রবাহ দ্রুত হোক :ভারতে এফডিআই-এর প্রবাহ দ্রুত হোক, বিগত ৬ বছরে এই প্রচেষ্টায় চালিয়েছে মোদী সরকার। সরকার এটা ভালো করেই জানে, বৃহৎ এফডিআই ছাড়া দেশের প্রত্যাশিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য বহু প্রচেষ্টা করেছে মোদী সরকার। এফডিআই নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালক। সমস্ত সরকারের সর্বদা এটাই প্রচেষ্টা ছিল যে, সক্ষম এবং বিনিয়োগকারী বান্ধব এফডিআই নীতি বাস্তবায়ন করা। যদিও বিরোধী দল, বিপথগামী এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু বুদ্ধিজীবী আর্থিক নীতি নিয়ে বিনা কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করছেন, তবে সর্বশেষ এফডিআই প্রবাহ তথ্য অনুযায়ী, করোনা-পরিস্থিতিতেও ভারতে বিনিয়োগ করা ঠিক বলে মনে করছেন বিদেশী বিনিয়োগকারীরা। ভারতে বিনিয়োগ করলে তাঁদের ক্ষতি হবে না, এটা তাঁরা ভালো করেই জানেন। তাঁরা ভারত থেকে কিছু আয় করেই যাবেন। আয় করতেই তাঁরা এসেছেন এতে ভুল কিছু নেই। সরকারের তিক্ত সমালোচকরাও সৌজন্যের খাতিরে এফডিআই-এর অভূতপূর্ব আগমণকে স্বাগত জানাবেন ইটা তো প্রত্যাশিত। অনেকেই বলছেন, এফডিআই-তে নীতিগত সংস্কার, এফডিআইতে বিনোয়োগে স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্য দেশে এফডিআই বেড়েছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় সমালোচকরা এটা মানবেন না। দেশের গণতন্ত্রের জন্য এটা মোটেও মনোরম পরিস্থিতি নয়। সরকারের যে কোনও নীতির তীব্র নিন্দা করার অধিকার রয়েছে আপনার। তবে, সরকার যদি ভালো কিছু করে তখন কেন মুখ বন্ধ থাকবে? এই মানবিকতা গ্রহণযোগ্য নয়।

উদার মনে কে দেবে টাকা : একদিকে ভারতে এফডিআই আসছে, অপরদিকে প্রবাসী ভারতীয়রা উদার মনে ভারতে অর্থ পাঠাচ্ছেন। ২০১৮ সালে প্রায় ৮০ বিলিয়ন টাকা তাঁরা ভারতে পাঠিয়েছেন। ২০১৭ সালে ৬৯ বিলিয়ন টাকা পাঠিয়েছিলেন তাঁরা। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী ভারতীয়রা দু"হাত তুলে নিজেদের মাতৃভূমির জন্য অর্থ দিচ্ছেন। মূলত উপসাগরীয় দেশগুলিতে বসবাসরত কয়েক মিলিয়ন ভারতীয়ের কাছ থেকে ভারতে প্রচুর অর্থের আগমন হচ্ছে। বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশ এর মধ্যে রয়েছে। এই সমস্ত দেশগুলিতে বসবাসকারী কঠোর পরিশ্রমী ভারতীয়রা ছোট ব্যবসায়ী থেকে বড় ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মধ্যে কার্পেন্টার, প্লাম্বার এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান থেকে শুরু করে কেরলের মালয়ালি নার্স এবং তরুণ প্রকৌশলী, চিকিৎসক, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারও পেয়ে যাবেন।

উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টারত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ইতিবাচক ফলাফলও হাতেনাতে মিলছে। উপসাগরীয় দেশে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলিতে কর্মরত ভারতীয়রা যাতে সম্মানের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, সেই চেষ্টা করতে হবে সরকারকে। যদি তাঁরা ভালভাবে কাজ করতে পারেন, তাহলে তাঁরা দেশেও অর্থ পাঠাবেন। এবার হয়তো আপনি বুঝতে পেরেছেন, বিদেশী এবং প্রবাসী ভারতীয়রা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তাঁদের ভারতে বিনিয়োগই তাঁদের শ্রেষ্ঠ রিটার্ন দিয়ে যাবে। যদি তাঁদের এই বিশ্বাস না হতো, তাহলে কখনই ভারতে বিনিয়োগ করতেন না। এটাই ভারতীয় অর্থনীতির শক্তি চিত্রিত করে।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

কামনার আয়োজনে মানবিক পৌরুষকার গেছে হারিয়ে

শুভঙ্কর দাস

পাশে দাঁড়াও। এই কথাটার মধ্যে চিরকালীন মানবিক আকুতি ও মনুষ্যত্বের ডাক জড়িয়ে রয়েছে। করোনা গ্রাস করেছে বহু সহনাগরিকের জীবন। বহু পরিবারে নেমে এসেছে অকাল বিসর্জন। নিজের প্রিয় মানুষটির হাসি মাখা মুখ কোনদিন দেখতে পাবে না বহু পরিবার। এমনকি এই মহামারিতে আর্থিক অনটন ও দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে দেশবাসী। সদ্য প্রকাশিত বিশ্ব খাদ্য সূচকে ভারতের স্থান ৯৪। বেকারত্বের হার এপ্রিল মাসের তুলনায় কিছুটা কমলেও অনটন থেকে গিয়েছে আগের মতই। এমন সময় শারদ উৎসবের মাহাত্ম্যটা অন্যান্য বছরের চেয়ে আলাদা হওয়াটা আবশ্যক। সময়ের চাহিদা এই কথাই বলে যাচ্ছিল। কিন্তু আমরা শুনিনি। মানবিকতার ডাকে আর্ত ও নিপীড়িত পরিবারগুলির পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত ছিল প্রত্যেকের। কিন্তু নিজেদের মনের ক্ষুদ্র আনন্দ পাওয়ার লক্ষ্যে সহনাগরিকের দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়েছে অনেকে। গালওয়ান উপত্যকায় দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল দুই বাঙালি যোদ্ধা রাজেশ ওরাও এবং বিপুল রায়। এই পুজো তাদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যের কাছে অন্যরকম। এই পুজো এবং আগামী বহু পুজোয় তাদেরকে এই শোক বয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই সকল পরিবারদের পাশে উৎসবের মরসুমে আমাদের দাঁড়ানো উচিত ছিল। তাদের খোঁজ নেওয়া প্রয়োজন আমরা মনে করিনি। স্বজন হারানোর দুঃখ যে শুধু তাদের একার নয় আমাদেরও। সেই বার্তা দিতে ভুলে গিয়েছে রাজ্যবাসী। করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে জাতিকে সেবা করতে গিয়ে বহু চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশকর্মী নিজের জীবনের বিসর্জন দিয়েছিলেন। অন্তত তাদের জন্য এ বারের পুজোয় আনন্দ স্থগিত রাখা উচিত ছিল। প্যান্ডেল উদ্বোধনের ছবি না দেখিয়ে সেই সব পরিবারের সুখের ছবি এবং জীবনের নিত্য সংগ্রামগুলোর কথা তুলে ধরা উচিত ছিল প্রতিটা সংবাদমাধ্যমের। সেই পথে হাঁটতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাদের শোক নিজের হৃদয়ে অনুভূত করতে দিইনি আমরা। স্বার্থপরের মতন একের পর এক মন্ডপ যা বৈভবে ঠাসা তা উদ্বোধন করে গিয়েছি। এমনকি সেইসব সহনাগরিকের জন্য আমাদের মন কেঁদে ওঠেনি যারা রুটি রুজির টানে বেরিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। রাজ্যের বড় পুজো কমিটিগুলি এবার নিজেদের পুজোর আয়োজনের চাকচিক্য কমিয়ে নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারত অনায়াসে। কিন্তু তারা আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঝাড়বাতির রোশনাইতে সকল অর্থ অপচয় করলেন। বিশ্ব খাদ্য সূচকে ভারতের স্থান ৯৪। এই তালিকায় ভারতের আগে রয়েছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান। এমনকি পার ক্যাপিটা ইনকামের ক্ষেত্রেও ভারতকে টেক্কা দিয়েছে বাংলাদেশ। এই অভূতপূর্ব আর্থিক-সামাজিক অনটনের মধ্যে নায়ক-নায়িকাদের দিয়ে পুজোর উদ্বোধন করানো থেকে বিরত থাকা যেতেই পারত। কিন্তু সমাজ যেখানে আদর্শচ্যুত হয়ে পড়েছে। সেখানে অমানবিকতা আকাশকে স্পর্শ করেছে। বহু মানুষের চাকরি চলে গেছে। করোনা সংকট কালের পর থেকে এখনো পর্যন্ত মাসিক বেতনেও অনিয়ম দেখা দিয়েছে বহু বেসরকারি চাকরিজীবী। অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবস্থাও ভালো নয়। এই সকল পরিবারকে নিত্য অপুষ্টি এবং অনাহারের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এত কিছুর মাঝে অর্থের ক্ষমতা দেখিয়ে আত্মপ্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পারতো সমাজের ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্বরা। কিন্তু তেমনটা হল কোথায়। এবারের পুজো অনাথ আশ্রমের শিশুদের সময় দিয়ে উপভোগ করা যেতো। এবারের পুজো বৃদ্ধাশ্রমের প্রকৃত দুর্গাদের আনন্দ দিয়ে আত্মার আত্মশুদ্ধি করা যেত। বহু চটকল শ্রমিক, চা বাগানের শ্রমিক নিরন্তন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছে পুজোর এই এক সপ্তাহ অনায়াসে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারত ক্ষমতাশালীরা। কিন্তু কোথায় সেই উদ্যোগ। আয়োজন বিরাট। কিন্তু প্রকৃত মানবিক পৌরুষকারের অভাব বিকট হয়ে দেখা দিয়েছে। পাশে দাঁড়ানোর যে অঙ্গীকার কোন এক যুগে জাতি হিসেবে বাঙালি করেছিল তার থেকে বহু যোজন পথ দূরে সরে এসেছি আমরা। অনেকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে এই বিপুল পুজোর আয়োজনের পক্ষে সাফাই দিতে পারেন। কিন্তু তাদের বোঝা উচিত ভারতের প্রাচীন দর্শনে পরমব্রহ্ম হতে মহাবিশ্বের সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতিকে অনুভব করা হয়েছিল। ঈশ্বর শুধু মন্দিরের গর্ভগৃহে নয় সে বিরাজিত প্রতিটা প্রাণী ও জীবের হৃদয়ের গৃহে। অনন্ত মহাবিশ্বে মানুষ মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখতে পেরেছিল। গীতার একাদশ অধ্যায় যে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখানো হয়েছিল তার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করতে গেলে বলা যেতে পারে পৃথিবীর সর্বত্রই ভগবানের উপস্থিতিতে যে বিরাজমান তা অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। অর্জুনের ক্ষুদ্র মানসিকতাকে প্রশস্ত করেছিলেন তিনি নিজের আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে। তাই চটকল শ্রমিকের এক চিলতে ঘরের মধ্যেও বাস করেন ভগবান। বৃদ্ধা মায়ের মুখে হাসিতেই প্রসন্ন হন জগতের নাথ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় ধৃত মোবাইল চোর। ছবি- নিজস্ব।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত জার্মানির স্বাস্থ্যমন্ত্রী

বার্লিন, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়েপ্রতিদিনই আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে জার্মানিতে। এবার মারণ ভাইরাসেআক্রান্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেন্স স্পাহন। তাঁর শরীরেই থাবা বসিয়েছে মারণভাইরাস।বৃহস্পতিবার জার্মানির স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেন্স স্পাহনের মুখপাত্র হান্নোকাউৎণজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বুধবার সকালে মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিতছিলেন স্পাহন। কিন্তু ওই বৈঠকের পরে বিকালে তাঁর শরীরে করোনার মৃদুউপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। তারপরে নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ শনাক্তহয়েছে। চিকিৎসকদের পরামর্শে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তিনি।প্রসঙ্গত, গত মার্চ-এপ্রিলে করোনার প্রথম ঢেউয়ে যখন লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছিলইউরোপের অধিকাংশ দেশ, তখন সাফল্যের সঙ্গেই মারণ ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতেসক্ষম হয়েছিল জার্মানি। প্রতিদিন সংক্রমিতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়লেও মৃত্যুঝড় রুখে দিতে সফল হয়েছিল আঞ্জেলা মার্কেলের দেশ। কিন্তু গত সপ্তাহ কয়েকধরে ফের ইউরোপে তাণ্ডব চালাতে শুরু করেছে করোনাভাইরাস। কীভাবে সংক্রমণেরঊর্ধগতিতে রাশ টানা যাবে তা নিয়ে দিশেহারা রাষ্ট্রনেতারা। এ নিয়ে এখনওপর্যন্ত দেশটিতে মোট সংক্রামিত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪৭ জন আর মারণভাইরাসের বলি হয়েছেন ৯ হাজার ৯৮১ জন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

প্রধানমন্ত্রীর পুজো উদ্বোধনের সমালোচনায় কংগ্রেস

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : শারদোৎসবের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণসম্পর্কে কড়া প্রতিক্রিয়াদিলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য।তিনি বৃহস্পতিবার বললেন, 'শারদোৎসবের আঙিনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশেকালিমালিপ্ত করে প্রধানমন্ত্রী বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে প্রকারন্তরেঅপমান করলেন।"প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, আমি ভেবেছিলাম প্রধানমন্ত্রী জানবেন আজমহাষষ্ঠী। সর্বত্র আজ বোধন হবে 'য়া দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতিশব্দিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ " সেই শক্তি বিশ্বময়ছড়িয়ে দেওয়ার আকুতি থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাঁর ফিরিস্তি আররাজনীতির কথা শুরু করে দিলেন। তিনি ভারতে কী করেছেন, তা ব্যাখ্যা করতেশুরু করলেন। তিনি কী করে কী করেছেন, তা আমরা ভাল করেই জানি। নোটবন্দীথেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের অসহায়তার সব ছবিই আমরা দেখেছি। এই সবের জন্যউদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, তা আমরা কেমন করেভুলব? তাঁর আজকের ফিরিস্তির কোনও প্রয়োজন ছিল না।প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম, তিনি মা দুর্গারআবির্ভাব আর আমাদের জীবনে তাঁর প্রভাব নিয়ে কিছু কথা বলবেন। কিন্তুপ্রধানমন্ত্রী রাজনীতির চিন্তাধারায় অনুপ্রবেশ করালেন। তিনি প্রমাণ করলেন
চোরাগলিতে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বিজেপি-কে প্রসারিত করতে গেলে ধর্মের সঙ্গেরাজনীতিকে যুক্ত করতে হবে।প্রদীপবাবু বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভাবলেন বাংলার মানুষ করতালি দিয়ে তাঁকেঅভিনন্দন জানাবেন। কিন্তু কেউই তা জানায়নি। বাংলার মানুষ প্রগতিশীল।মানুষ বুঝেছে তিনি রাজনীতি করতে এসেছেন। রাজনীতি করে চলে যাবেন। তাইহৃদয়কে স্পর্শ করা দূরে থাক, কোনওভাবে প্রধানমন্ত্রীর কথা বাংলার মানুষকেপ্রভাবিত করেননি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রধানমন্ত্রীর বার্তার সমালোচনা করা সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়: বিরোধীদের বিরুদ্ধে জবাব বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : শুরু হয়ে গিয়েছে পুজো। বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী। আর ষষ্ঠীর সকালে ভার্চুয়ালি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শেষেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে "প্রধানমন্ত্রীর বার্তার সমালোচনা করা সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয়" বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়।
এই প্রসঙ্গে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, " আমি বলব উনি খুব ভালো একটা বার্তা দিলেন সকলের জন্য। দূর্গা পুজোর বার্তাতো বটেই তার সাথে সাথে নিউ নরমালে মানুষকে সাবধান থাকা। সাবধানতার সাথে কিভাবে সেলিব্রেশন করা যায় সেই সম্পর্কে সবাইকে নতুন করে অবহিত করে দেওয়া। আজকের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে উনি নানান দিক তুলে ধরেছেন। প্রধানমন্ত্রী আজ বাংলাকে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন। বিরোধীরা যদি এটাকে রাজনীতি দিয়ে দেখে প্রধানমন্ত্রীর বার্তার সমালোচনা করে সেটা সম্পূর্ণ তাদের সংকীর্ণ মানসিকতা। প্রধানমন্ত্রীর সকলের প্রধানমন্ত্রী। আজ উনি সকলের জন্য যে মেসেজ দিলেন সেটা আমাদের হৃদয় স্পর্শী"।
উল্লেখ্য,নরেন্দ্র মোদীর পুজো উদ্বোধনকে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সরগরম ইজেডসিসি চত্বর। হলে সমাগম হয়ে ছোট—বড় বহু নেতাদের। দলীয় নির্দেশে সকলেরই পরণে ধুতি পাঞ্জাবি ছিল। মেয়েরা পড়েছিলেন লাল পাড় সাদা শাড়ি। মোদীর জন্য সাদা পাঞ্জাবি গিয়েছে কলকাতা থেকেই। অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে বাবুল সুপ্রিয়র রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। সল্টলেকের ইজেডসিসিতে দূর্গাপুজোর উদ্বোধনে ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাজির হন প্রধানমন্ত্রী।কখনও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাংলার বন্দনা। তো কখনও দুর্গাস্তব পাঠ করে তার অর্থ বিশ্লেষণ। বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে শারদীয়া শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "প্রথমেই আপনাদের সকলকে জানাই শ্রীশ্রী দুর্গাপুজো ও শ্রীশ্রী কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা। আজ আপনাদের মাঝে এই শুভলগ্নে আসতে পেরে আমি আনন্দ অনুভব করছি"। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনকে গুণ্ডা বাহিনী আখ্যা, বিতর্কে ফেসবুক সাংবাদিক

হাফলং (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনকেগুণ্ডা বাহিনী বলে আখ্যা দিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন ডিমা হাসাও জেলারএনডিএইচ ফেসবুক চ্যানেলের সাংবাদিক জেড নুনিসা।
সম্প্রতি উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসারবিরুদ্ধে নিজের এনডিএইচ ফেসবুক চ্যানেলে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেননুনিসা। এর সঙ্গে তিনি ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদের গুণ্ডাবাহিনী বলেও বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। এ নিয়ে এখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেভেঙে দেওয়া ডিএইচডির প্রাক্তন সদস্যরা। অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনেরমূল স্রোতে ফিরে আসা ডিএইচডির প্রাক্তন সদস্যদের নিয়ে গঠিত সামাজিক সংগঠনডিমা জালাই হসমের সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ হাগজার বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিকসম্মেলন ডেকে জেড নুনিসার এই মন্তব্যের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনিবলেন, এ ধরনের মন্তব্য করে জেড নুনিসা ডিএইচডির প্রাক্তন সদস্যদের অপমানকরেছেন। তাই আগামী দিনে জেড নুনিসাকে এ ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য করা থেকেবিরত থাকতে বলেছেন তিনি। না-হলে এর বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেডিমা জালাই হসম, মন্তব্য করেন প্রবীণ হাগজার।

অসমবাসীকে দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখির

গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে অসমের সর্বস্তরেরজনসাধারণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি।এক বার্তায় রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখি বলেছেন, দুর্গা পূজা অশুভ শক্তির বিনাশঘটিয়ে শুভ শক্তি প্রতিষ্ঠা করে। শারদীয় দুর্গা পূজা উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরসূচনা ঘটিয়ে সকলের জন্য মঙ্গলসূচক চিরন্তন বিজয় নিশ্চিত করে। রাজ্যপালেরআশা, এই উৎসব যাবতীয় অশুভ শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে সম্প্রীতিকে মজবুত করবে।বর্তায় তিনি আরও বলেছেন, মা দুর্গা শক্তির দেবী। তিনিই মর্ত্যবাসীমানুষজনকে ধর্মীয় পথে পরিচালিত করতে এবং শান্তি, আনন্দ ও সমৃদ্ধিরআশীর্বাদ দেন।সর্বোপরি কোভিড-১৯-এর হামলা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে দুর্গা পূজার সময়ভিড় না করে সরকারি সুরক্ষাজনিত নির্দেশিকা মেনে চলতে রাজ্যপাল সকলেরপ্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

২৪ বেড়ে বাংলাদেশে মৃত্যু ৫,৭৪৭ জনের, সংক্রমিত ৩.৯৪ লক্ষ

ঢাকা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে আরও ২৪ জনের প্রাণ কেড়ে নিল প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। নতুন করে ২৪ জনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে করোনা-আক্রান্ত মোট ৫,৭৪৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৯৬ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৩,৯৪,৮২৭-এ পৌঁছেছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৫,৭৪৭-এ পৌঁছেছে এবং ১,৬৯৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ৩,৯৪,৮২৭-এ। বাংলাদেশে বিগত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,৬৮৭ জন। এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১০৫৩২ জন। গোটা দেশে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০৯টি ল্যাবে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৪,৬১১টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ২২,২১,৩৬৯টি।

স্টেশনে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে ইপাস চালু করতে চায় পূর্ব রেল

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে এবার মেট্রোর ধাঁচেই ই পাস চালু করতে চায় পূর্ব রেল। এতে প্রত্যেক স্টেশনে ভিড় কমবে ও সুশৃঙ্খল ভাবে তা নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। এজন্য এক যোগে কাজ করতে হবে রাজ্য পুলিশ ও জিআরপিকে। এছাড়াও পুজোর পরেই লোকাল ট্রেন চালানোর জন্য পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত বলে জানিয়েছে। জানানো হয়েছে, পূর্ব রেলের তরফে কোনও সমস্যা নেই ট্রেন চালানোর বিষয়ে। রাজ্য ও কেন্দ্রের তরফ থেকে সবুজ সিগন্যাল পেলেই লোকাল ট্রেন চালানো হবে। লোকাল ট্রেন চালানো হলে কিছু নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে ট্রেনের প্রতিটি কোচে যাত্রী সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে নজরদারি চালানো, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা ইত্যাদি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই লোকাল ট্রেন চালাতে চাই কেন্দ্র চিঠি দিয়েছে রাজ্যকে। রাজ্যের তরফের সবুজ সঙ্কেত পেলে কেন্দ্র থেকে লোকাল ট্রেন চালানো হতে পারে বলে তারা জানিয়েছে ওই চিঠিতে। এছাড়াও রাজ্যের তরফে অনুমতি পাওয়া গেলে তারপরে বেশকিছুদিন হাতে সময় সে লোকাল ট্রেন চালু করে দিতে চায় কেন্দ্র বলেও জানানো হয়েছে ওই চিঠিতে। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

আগামীকাল থেকেই রাজপথে চলতে শুরু করবে ডবল ডেকার বাস

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর মরসুমে সপ্তমীর দিন থেকেই শহরে চলতে শুরু করবে ডবল ডেকার বাস। তার জন্য ইতিমধ্যেই বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজ্য পরিবহণ দফতরের ওয়েবসাইট থেকে এই বাসে চড়ার জন্য অগ্রিম টিকিট বুক করা যাচ্ছে। গত সপ্তাহে নবান্নের সভাঘর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহরে দুটি ছাদ খোলা ডবল ডেকার বাসের উদ্বোধন করেছেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মহাকরণ, চিড়িয়াখানা, রেড রোড মিলেনিয়াম পার্ক সহ শহর কলকাতার একাধিক হেরিটেজ বিল্ডিং ঘুরিয়ে দেখাবে এই বাস। আপাতত এই বাস দুটি থাকবে পর্যটন উন্নয়ণ নিগমের গ্যারাজে। বাসের চালক ও কন্ডাক্টর দেবে আপাতত রাজ্য পরিবহণ দফতর।

বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ ভারতীয় হাইকমিশনারের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী'র অফিসে নবনিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী সাক্ষাৎ করেন।এদিন সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় বাংলাদেশের পায়রা বন্দর, মোংলা বন্দর ও আশুগঞ্জ বন্দর সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশের সোনামুড়ানৌরুট এবং ইছামতী নদী খননের বিষয়েও আলোচনা হয়।এসময় প্রতিমন্ত্রী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা অব্যাহত রাখা এবং আরও শক্তিশালী করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।এই সাক্ষাৎকারে অন্যান্যদের সাথে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহনসচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী।

মণিপুরে করোনায় আক্রান্ত ১৪ জন চিকিৎসক, তিনদিন বন্ধ জেএনআইএমএস

ইমফল, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় মণিপুর বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে।একদিনে ১৪ জন চিকিৎসকের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাই, আজবৃহস্পতিবার থেকে তিনদিন ইমফলের দ্য জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অবমেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস) হাসপাতাল বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই তিনদিননতুন কোনও রোগীর চিকিৎসা কিংবা ভরতিও করা হবে না।প্রসঙ্গত, মণিপুরে হঠাৎ করোনা-র সংক্রমণ মারাত্মক বৃদ্ধি ঘটেছে। এখনপর্যন্ত ১০৭ জন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজেরাইসংক্রমিত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার জেএনআইএমএস হাসপাতালের ১৪ জন চিকিৎসকেরকোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে, ওই হাসপাতালের ওপিডি, ক্যাজুয়ালটিএবং নতুন রোগীর ভরতি আজ থেকে তিনদিনের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে।এদিকে, বুধবার মণিপুরে নতুন করে ২১৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।তাতে এখন পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬,২৭৬।নতুন আক্রান্তদের মধ্যে ২০৮ জন সাধারণ নাগরিক এবং ছয় জন কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ান রয়েছেন।

বিজেপি-র পুজোয় অনুষ্ঠানে গড়হাজির তথাগত রায়, রাহুল সিনহা, শোভন-বৈশাখী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি স)। বৃহস্পতিবার বোধনে বঙ্গবাসীকে শারদ শুভেচ্ছাজানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রদেশ এবং জাতীয় স্তরের তাবড় বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা হাজির সল্টলেকের ইজেডসিসি অডিটোরিয়ামে। কিন্তুআমন্ত্রণ পাননি দলের দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়, রাহুল সিনহা।আর আমন্ত্রণ পেয়েও হাইপ্রোফাইল এই ভারচুয়াল অনুষ্ঠানে যোগ দেননি দলেরবর্ষীয়ান নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক দল প্রথম দুর্গাপুজো করল। পুজোকে সর্বাঙ্গসুন্দরকরতে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়াল শারদ শুভেচ্ছাজ্ঞপন ছাড়াও ছিল আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।সকাল থেকেই এদিন বিজেপির অন্দরে সাজ সাজ রব। নয়াদিল্লিতেধুতি-পাঞ্জাবি-উত্তরীয় পরিহিত প্রধানমন্ত্রী। কলকাতায় বিজেপি নেতারাটানটান হয়ে বসে। দুপুর বারোটা। শঙ্খ ও উলু ধ্বনিতে আবেগময় পরিবেশ।কন্তু হলঘরে নেই দলের দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় ও রাহুলসিনহা। নেই শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।রাহুলবাবু এই প্রতিবেদককে রাতে নিজেই জানান, অনুষ্ঠানে যাননি। কেন গেলেন না, তা নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি তিনি। আর তথাগতবাবু এই প্রতিবেদককেজানান, ''আমি আমন্ত্রণ পেলে কোথাও যাওয়ার চেষ্টা করি। এখানে তো আমাকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি।'' বিজেপি নেতারা জানিয়েছেন, শোভন-বৈশাখী। দু'জনকেই আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল। বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সকাল থেকে ফোনে কয়েকবার কথা হয়েছে। সূত্রের খবর, বিজেপির আন্তরিকতা নিয়ে শোভন-বৈশাখীর মনে ধন্দ রয়েছে। আর তাই মুখ্যমন্ত্রীর ভাইফোঁটা বাচলচ্চিত্র উৎসবে গেলেও প্রধানমন্ত্রীর পুজোর অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত দু'জনেই। তৃণমূলের যেকোনও বৈঠকেই শোভন থাকতেন সামনের সারিতে। এমনকীবৈশাখীকেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের মঞ্চে বক্তৃতা দিতে দেখা গিয়েছে। দর্শকহিসেবে আলঙ্কারিক উপস্থিতিতে যে দুজনে উৎসাহী নন, তা স্পষ্ট করে দিতেইএদিন অনুপস্থিত তাঁরা বলে ধারণা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।এ দিন সল্ট লেকে বিজেপি-র পুজোর অনুষ্ঠানে দুটি পর্যায়ে হয় দলেরসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের নাচ ছাড়াও ছিল স্তোত্রপাঠ, শঙ্খ বাজানো বিভিন্ন প্রদেশের স্বেচ্ছাসেবীর ঢাকবাদন। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে ছিল ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, পিলু ভট্টাচার্যের সঙ্গীত পরিবেশন।

করোনা মুক্ত বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২অক্টোবর (হি. স.) : এবার করোনামুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন বিজেপিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গত সপ্তাহের সোমবার এক বেসরকারি হাসপাতালেজ্বর শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। এরপর বৃহস্পতিবার সুস্থ হয়েবাড়ি ফিরেছেন বিজেপি নেতা। তবে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে থাকতেহবে এখন পর্যবেক্ষণে।সম্প্রতি বিজেপির নবান্ন অভিযান দেখা মিলেছিল তার। সূত্রের খবর, সামান্যঅসুস্থ বোধ করায় করোনা পরীক্ষা করা হয় বিজেপি নেতার। সেই রিপোর্টসোমবার পজিটিভ আসতেই মঙ্গলবার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। প্রসঙ্গত, প্রথম থেকেই মাঠে নেমে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল জয়বন্দ্যোপাধ্যায় কে। মার্চ মাসের শেষদিকে করোনা মোকাবিলার জন্য লকডাউনঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সময় থেকেই বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচিতেদেখা মিলেছে তার। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিলি করতে দেখা গিয়েছিল তাকে। এর পরেই ৮ অক্টোবর বিজেপির নবান্নঅভিযানে সামিল হয়েছিলেন। সেখানে রীতিমতো পুলিশের জলকামান মনে আঘাতপেয়েছিলেন এই বিজেপি নেতা। এর পরেই তিনি অসুস্থ বোধ করায় তার নমুনাপরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট পজেটিভ আসে। শারীরিক অবস্থা আপাততস্থিতিশীল। সঙ্গে জানা গেছে তার পরিজনদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে।

অপসারিত হচ্ছেন উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম, খবরকে ভিত্তিহীন বলেছে ডিমা হাসাও বিজেপি

হাফলং (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিতপরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসাকে অপসারণ করে বিজেপি পারিষদ রাহুলনাইডিংকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের পরবর্তী সিইএম করা হতে
পারে। এ ধরনের এক খবর চাউর হতেই ডিমা হাসাও জেলার রাজনৈতিক উত্তাপ এখন রমে।সমগ্র জেলায় সিইএম পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চলছে। এদিকে দেবোলালগারলোসাকে সিইএম পদ থেকে অপসারণের খবরকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেডিমা হাসাও জেলা বিজেপি। বৃহস্পতিবার জেলা সদর হাফলঙে অটলবিহারী বাজপেয়ীভবনে বিজেপির দলীয় নেতারা এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন। জেলা বিজেপিসভাপতি ধনপাইনন থাওসেন বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্যস্বশাসিত পরিষদেসইএম দেবোলাল গারলোসাকে অপসারণের খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিরোধী দলগুলি এধরনের খবর প্রচার করে জেলার মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইছে।ধনপাইনন বলেন, সিইএম বদল করা নিয়ে দলীয় স্তরে আমরা কিছুই জানি না। এমন-কিবিজেপির প্রদেশ নেতৃত্বও এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেনধনপাইনন থাওসেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ইএম তথাপরিষদের মুখপাত্র স্যামুয়েল সাংসন বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদেরসিইএম পরিবর্তনের যে খবর চাউর হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বলেন, সিইএমদবোলাল আগেই ঘোষণা করেছেন আদালতের উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।আদালতের রায় তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত এবং আদালতে তিনি দোষী সাব্যস্তহলে সঙ্গে সঙ্গে সিইএম পদ থেকে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত। তবে এখনই সিইএমপরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানান স্যামুয়েল সাংসন।আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিষদ সদস্যবিজিৎ লাংথাসা, বিজেপি নেতা হামজানন লাংথাসা প্রমুখ।

খাসি ছাত্র ইউনিয়নের বাঙালি বিরোধী প্রচারে উদ্বিগ্ন 'আমরা বাঙ্গালী', সংযত না হলে পরিণাম হবে বিপরীত, হুংকার সাধনের

শিলচর (অসম), ২২ অক্টোবর (হি.স.) : মেঘালয়ে বিগত প্রায় আট মাস ধরেবাঙালিদের উপর শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন এবং সর্বোপরিরাজ্যের সব বাঙালি বাংলাদেশি বলে ব্যানার সাঁটা এবং লিফলেট বিতরণে তীব্রআপত্তি তুলে খাসি ছাত্রদের প্রতিহত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছেফের আবেদন জানিয়েছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম রাজ্য সম্পাদক সাধন পুরকায়স্থ।নতুবা এর পরিণাম বিরূপ হবে বলেও হুংকার দিয়েছেন তিনি।জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী নয় খাসি ছাত্র ইউনিষন (কেএসইউ)। অসাংবিধানিকভাবেতারা লিফলেট-ব্যানার সেঁটে বাঙালি বিরোধী প্রচারের ঘটনায় চরম উদ্বেগব্যক্ত করেছে 'আমরা বাঙ্গালী' নামের দল। দলের অসম প্রদেশ সচিব সাধনপুয়কায়স্থ বলেছেন, মেঘালয়ে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে।খাসি ছাত্র ইউনিয়নের লাগাতার অসাংবিধানিক কার্যকলাপের পরিণতি ভয়ঙ্কর হতেপারে বলে আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছে। স্পর্শকাতর এই বিষয়ে সরকারের উদাসীনতারদরুণ পরিস্থিতি ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে বসেছে। এদিকে খাসিছাত্র পরিষদের উদ্যত আচরণ ও দেশদ্রোহী কার্যকলাপের জন্য কেএসইউ-কেনিষিদ্ধ করার জোরালো দাবি তুলেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।মেঘালয়ে খাসি ছাত্র ইউনিয়ন জাতীয় ঐক্যবোধ হারিয়ে বাঙালি জনগণের বিরুদ্ধেঅসাংবিধানিক পোস্টার ব্যানার সাঁটার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পরিস্থিতিস্বাভাবিক করে তুলতে সরকারের আশু হস্তক্ষেপ চেয়েছে 'আমরা বাঙ্গালী'।'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ বলেছেন, মেঘালয়ে দীর্ঘআট মাস থেকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। এরপ্রতিবাদে এবং ওই রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার দাবিতে ২০ অক্টোবরমঙ্গলবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মালিডহরে বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করেছিলআমরা বাঙ্গালী'। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ২১ অক্টোবর মেঘালয়ের রাজধানীশিলং সহ সমগ্র রাজ্যে বাঙালিদের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক লেখনির পোস্টার ওব্যানার লাগিয়েছে খাসি ছাত্র ইউনিষন। এতে যে কোনও সময় আইন-শৃঙ্খলার চরমঅবনতি ঘটতে পারে।সাধন পুরকাযস্থ, ব্রিটিশ শাসনের আগে রাজতন্ত্রের আমল থেকে মেঘালয়ে বৃহৎবাঙালি জনগোষ্ঠীর জনগণ বসবাস করে আসছেন। কিন্তু ইদানীং খাসি ছাত্র ইউনিয়নবলছে মেঘালয়ের সব বাঙালি নাকি বাংলাদেশি। খাসি ছাত্র ইউনিয়নের এ ধরনেরআচরণ দুর্ভাগ্যজনক। কাদের প্ররোচনায় এভাবে বাঙালিদের বিরুদ্ধেঅগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক কার্যকলাপ কেএসইউ করছে প্রশ্ন তুলেছেন সাধন।তিনি বলেন, খাসি ছাত্র ইউনিয়নের এমন কার্যকলাপে ধারণা হচ্ছে, ভারতবর্ষস্বাধীনতা লাভ করার ৭৪ বছর পরও মেঘালয়ের খাসি জনগোষ্ঠী এবং মিজোরাম ওনাগাল্যান্ডের কিছুসংখ্যক উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় সংবিধান ও জাতীয়ঐক্যের প্রতি আস্থাবোধ জাগ্রত হয়নি।ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, আজও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একাংশ উপজাতি জনগোষ্ঠীবিচ্ছিন্নতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের ক্রার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাইকেন্দ্র ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে যৌথভাবেবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন সাধন পুরকায়স্থ। পাশাপাশিদেশদ্রোহী কার্যকলাপ পরিহার করে ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐক্যে উদ্বুদ্ধহয়ে মেঘালয়ে সর্বশ্রেণির মানুষের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ববোধ সুসম্পর্কস্থাপনের মাধ্যমে এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার আহ্বান খাসি ছাত্রইউনিয়নের প্রতি জানিয়েছেন আমরা বাঙ্গালী-র অসম প্রদেশ সচিব সাধনপুরকায়স্থ।এদিকে বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভারতীয় নাগরিকদের উপর অত্যাচার ও রাষ্ট্রদ্রোহীউগ্রবাদী কার্যকলাপের জন্য খাসি ছাত্র ইউনিষনকে নিষিদ্ধ করার দাবিতুলেছেন মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। প্রাক্তন রাজ্যপাল রায় ২১অক্টোবর নিজের টুইটার হ্যান্ডলে স্পষ্টভাবে 'হাইনেউট্রিপ ন্যাশনাললিবারেশন কাউন্সিল' (এইচএনএলসি)-এর মতো কেএসইউ-কে নিষিদ্ধ করা দরকার বলেদাবি করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। প্রাক্তন রাজ্যপালেরযুক্তিসঙ্গত এই দাবিকে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহসরকারের বিভিন্ন দফতরে ট্যাগ করে জোরালো সমর্থন জানিয়ে রাজ্যপালের দাবিকেশীঘ্র কার্যকর করতে বিহিত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন অসংখ্য বুদ্ধিজীবী,সহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

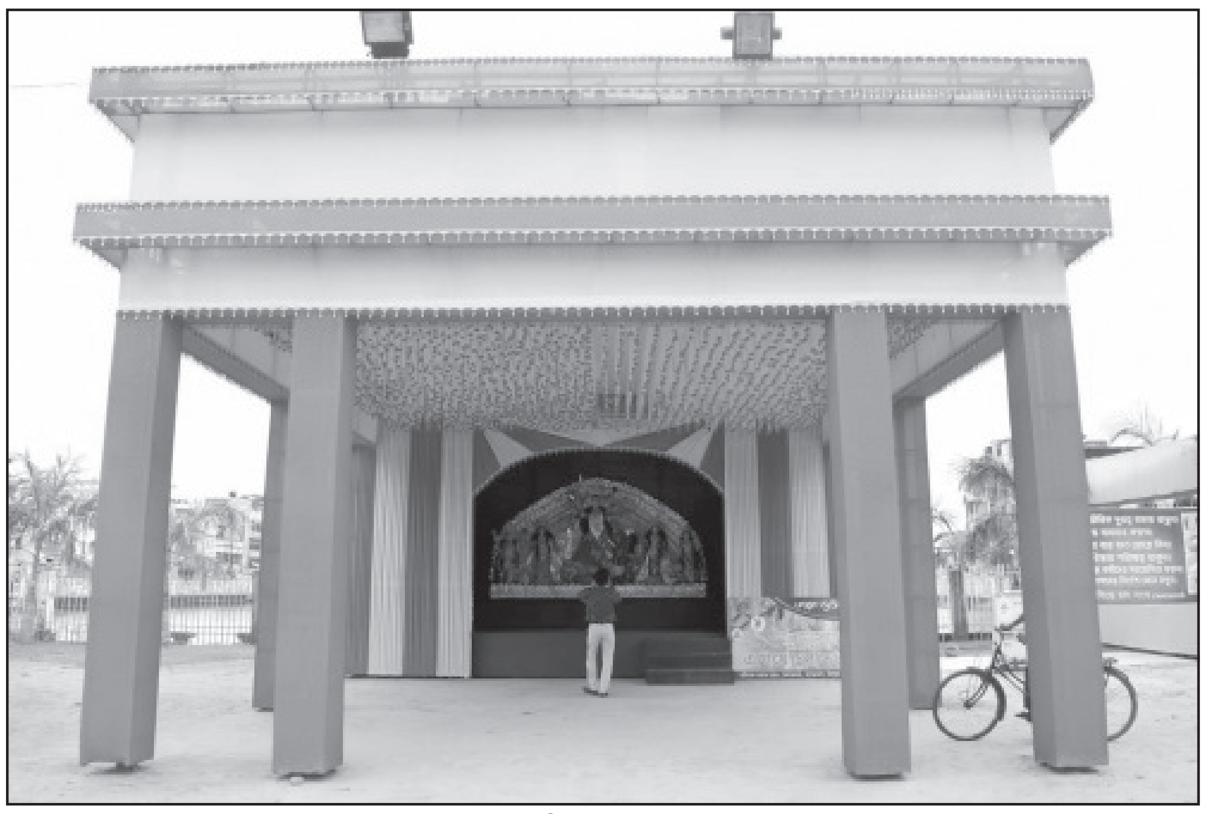

এগিয়ে চল সংঘ

অরুণ উদয় সংঘ

ছাত্র বন্ধু ক্লাব

ভারতরত্ন সংঘ

কর্ণেল চৌমুহনি যুব সংস্থা

হারাধন সংঘ

কুঞ্জবন সেবক সংঘ

লাল বাহাদুর ক্লাব

এসএফআই-এর উদ্যোগে আগরতলায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত। ছবি- নিজস্ব।

দিল্লি নয়, যেন কলকাতাতেই আছি! পুজোয় বঙ্গবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাস অতিমারি পরিস্থিতিতে দুর্গাপুজো! কিন্তু, মন ভালো নেই কারও। এই পরিস্থিতিতে মহাষষ্ঠীর সকালে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সল্টলেকের ইজেডসিসি-তে বিজেপি আয়োজিত দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচ এবং বাবুল সুপ্রিয়র গান দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। তার পর বক্তৃতা শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

অনলাইন অনুষ্ঠানের শুরুতে ছিল নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচের অনুষ্ঠান। এরপর রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে দুর্গাপুজোর আবহ তৈরি করে দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের আগে শঙ্খধ্বনি সহযোগে স্বাগত জানানো হয়। পালটা নমস্কার জানান প্রধানমন্ত্রীও। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উদ্দেশে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'প্রথমেই আপনাদের সকলকে জানাই শ্রীশ্রী দুর্গাপুজো ও শ্রীশ্রী কালীপুজো এবং দীপাবলি উপলক্ষে আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। মা দুর্গার শক্তি এবং বাংলার মানুষের ভক্তি দেখে আমার মনে হচ্ছে যে আমি বাংলার পুণ্য ভূমিতেই যেন আছি।'' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মানুষের উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে, দিল্লি নয় কলকাতায় আছি। পুজোর সময় গোটা দেশ বাংলাময় হয়ে যায়।'

তিনি বলেন, দুর্গাপুজো শুধুমাত্র বাঙালির নয়, সমগ্র ভারতবাসীর উৎসব। এই শুভ দিনে বাংলার মনীষীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। রাজা রাম মোহন রায়, ঈশ্বরচবন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উত্তমকুমারের নাম স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলার মানুষ বরাবরই বুদ্ধিজীবী এবং দেশকে গর্বিত করে তুলেছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তাঁরা ভারতকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই করোনা প্রকোপের মাঝে দুর্গাপুজোর মতো বিশালাকারের উৎসবে বাংলার মানুষ প্রবল সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটাই বাংলার চেতনার প্রকাশ, বাংলার মননের পরিচায়ক। এই উন্মাদনা বাংলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সাবধান করে দিয়ে বলেন, পুজোর আনন্দে মাতুন মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ববিধি মেনে চলুন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় বরাবর সনাতন ধর্ম পরম্পরা বজায় রয়েছে। বাংলার মানুষ চিরকাল দুর্গাকে নিজের কন্যারূপে দেখেছেন। নিজের বাড়িতে তাঁকে মেয়ের মতো সম্মান ও আদরযত্ন করেছেন। নবরাত্রিতে তাঁর পুজো করেছেন। মা দুর্গার পুজো সাক্ষাৎ শক্তির সাধনা। তিনি দুর্গতিনাশিনী। সমস্ত বিপদ থেকে তিনি আমাদের রক্ষা করেন। মহিষাসুরের দলন যেমন তিনি করেন, তেমনই এই অতিমারী থেকেও আমাদের তিনিই রক্ষা করার শক্তি জোগাবেন।

বাংলার জনগণের সুবিধার জন্য কেন্দ্রে কাজের কথা উল্লেখও ষষ্ঠীর অনুষ্ঠানে তিনি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বাংলার মাটি বাংলার জল' কবিতাটি দু'কলি পাঠ করে তিনি। আত্মনির্ভর ভারতের পাশাপাশি সোনার বাংলা গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য শেষ করার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পরিশেষে মা দুর্গা ও মা কালীর কাছে প্রার্থনা করি যেন প্রতি বছর আমরা এই ভাবে মায়ের পুজো ও প্রার্থনা করে যেতে পারি। আমি জানি, আমার বাংলা উচ্চারণে খামতি রয়ে গিয়েছে। তবু বাংলা ভাষার টানেই আমি তা বলার চেষ্টা করি। ভুল হয়ে থাকলে আমাকে ক্ষমা করবেন। জয় মা দুর্গা! জয় মা কালী!'

অকাল-মৃত্যু, উত্তর প্রদেশে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত বিজেপি নেতা

চিত্রকূট (উত্তর প্রদেশ), ২২ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের চিত্রকূটে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন উত্তর প্রদেশ বিজেপির কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি জয় বিজয় সিং। এসইউভি গাড়িতে চেপে গন্তব্যে যাচ্ছিলেন উত্তর প্রদেশ বিজেপির কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি জয় বিজয় সিং, বুধবার সন্ধ্যায় চিত্রকূটের বেদি পুলিয়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। গুরুতর জখম হন জয় বিজয় সিং। সংজ্ঞাহীন ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রয়াগরাজের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, বুধবার রাতেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। উত্তর প্রদেশ বিজেপির কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি জয় বিজয় সিংয়ের অকাল প্রয়াণে শোকে ভেঙে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব।

ফের সফলতা, পোখরানে ট্যাংক বিধ্বংসী মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের ঝুলিতে ফের সফলতা। বৃহস্পতিবার সকালে রাজস্থানের পোখরানে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ট্যাংক বিধ্বংসী 'নাগ' মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ করল প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা। বৃহস্পতিবার সকাল ৬.৪৫ মিনিট নাগাদ পোখরানের ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জে পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয় ''নাগ'' অ্যান্টি-ট্যাংক গাইডেড মিসাইলটির। প্রত্যাশা মতোই নির্ভুলভাবে লক্ষ্যে আঘাত হানে দেশে তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রটি। ডিআরডিও সূত্রে খবর, পরিস্থিতি বুঝে হওয়া ও জমি থেকে ছোঁড়া যায় এই মিসাইল। ৪ থেকে ৭ কিলোমিটার পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নিশানায় আছড়ে পড়ে ''নাগ''। ইনফ্রারেড সেন্সরের মাধ্যমে শত্রু ফৌজের ট্যাংক খুঁজে বের করে সেটির উপর আঘাত হানতে পারে 'নাগ'। অত্যাধুনিক 'সিকার' (এক ধরনের সেন্সর) থাকায় দিন বা রাত যে কোনও সময় প্রতিপক্ষের ট্যাংক ও দ্রুতগতিতে চলা সামরিক যান খুঁজে বের করতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র।

মধ্যপ্রদেশে উল্টে গেল গাড়ি, একই পরিবারের ৩ জনের মৃত্যু

গুনা (মধ্যপ্রদেশ), ২২ অক্টোবর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন, মৃতরা প্রত্যেকেই একই পরিবারের সদস্য। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালাপাহাড় গ্রামের কাছে। মৃতদের নাম-রচিত দুবে (২৪), পীযুষ দুবে (১৮) এবং বিবেক দুবে (৩৩)।

পুলিশ সূত্রের খবর, ইন্দোর থেকে ছত্তরপুর অভিমুখে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গাড়িটি দ্রুত গতিতে থাকার কারণে জেলা সদর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে, কালাপাহাড় গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। গাড়িটি উল্টে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মেঘালয়ের বাঙালিরা বাংলাদেশি! 'সন্ত্রাসবাদী কেএসইউ-কে নিষিদ্ধ করা দরকার', টুইট প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগতের

গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): দেশদ্রোহীতা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দায়ে মেঘালয়ের খাসি স্টুডেন্টসইউনিয়ন (কেএসইউ)-কে জঙ্গি সংগঠন 'হাইনেউট্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল' (এইচএনএলসি)-এর মতো নিষিদ্ধ করা দরকার বলে মনে করেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। গতকাল শিলং সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মেঘালয়ের সব বাঙালি বাংলাদশি বলে উস্কানিমূলক ব্যানার ফেস্টুন সাঁটার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন ওই রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। জনৈক ডা. সন্দীপ দাসের এক টুইটকে ট্যাগ করে প্রাক্তন রাজ্যপাল তাঁর টুইট হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল হিসেবে সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে আমি বলছি, এইচএনএলসি-র মতো কেএসইউ-কেও নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। কেননা, এরা ভারতীয় নাগরিক, যাঁরা ব্রিটিশ আমল থেকে বসবাস করছেন যেমন আমার পরিবারের সদস্যও এপাড় এবং ওপাড়ে রয়েছেন, তাঁদের দেশদ্রোহী সন্ত্রাসবাদীরা বাংলাদেশি বলে হুমকি দিচ্ছে।' ডা. সন্দীপ দাস তাঁর টুইট হ্যান্ডলে সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন, মেঘালয়ে বাঙালি হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতনের বার্তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে। এই আবেদন জানিয়ে এ ব্যাপারে সকলের সহায়তা আবদার করেছিলেন ডা. সন্দীপ।

প্রসঙ্গত গতকাল শিলং সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালিদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক ব্যানার ফেস্টুন সেঁটে মেঘালয়ের সব বাঙালি বাংলাদেশি বলে তাদের বিতাড়ন করতে হুলিয়া জারি করেছে। কেবল মেঘালয়ই নয়, সঙ্গে অসম, ত্রিপুরা এবং মিজোরামের সব বাঙালিও বাংলাদেশি বলে লিফলেট বিলি করার পাশাপাশি ব্যানার, ফেস্টুন সেঁটেছে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কানে তোলা হয়। তিনি হস্তক্ষেপ করায় মেঘালয় পুলিশ অবশ্য ওই সব ব্যানার ফেস্টুন খুলে দিয়েছে। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত তথ্যও নাকি কেন্দ্র মেঘালয় সরকারের কাছে চেয়েছে বলে দিল্লি সূত্রে জানা গেছে।

দিল্লিতে বায়ুদূষণ ক্রমশই বাড়ছে, অস্বস্তিতে রাজধানীর মানুষজন

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): দূষণ-পরিস্থিতি দ্রুত বাড়ছে দিল্লিতে। ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন হচ্ছে রাজধানীর বিভিন্ন প্রান্ত। দিল্লি-নয়ডা ডিরেক্ট ফ্লাইওভার থেকে ময়ূর বিহার এলাকা, লোধি রোড থেকে শুরু করে আর কে পুরম, রাজপথ থেকে ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম মন্দির সংলগ্ন এলাকা সর্বত্রই ধোঁয়াশার চাদরে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ছে সাধারণ মানুষের। খানিকটা পরিশ্রম, দৌড়লেই, এমনকি সাইকেল চালালেও শ্বাসকষ্ট অনুভব করছেন মানুষজন। বৃহস্পতিবার সকালে আইটিও, গাজিপুর থেকে অক্ষরধাম-প্রভৃতি এলাকা ছিল ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকালে আইটিও-তে বাতাসে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২৫৪ এবং প্রতাপগঞ্জে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২৪৬, যা ''খারাপ''। বায়ুদূষণের জেরে শ্বাসকষ্ট অনুভব করছেন প্রাতঃভ্রমণকারীরা। বৃহস্পতিবার সকালে রাজপথ ও ইন্ডিয়া গেটে প্রাতঃভ্রমণের সময় বেশ কয়েকজন প্রাতঃভ্রমণকারীরা জানিয়েছেন, ''সাইকেল চালানোর সময় শ্বাসকষ্ট অনুভব করছি আমরা। আগস্ট মাসের তুলনায় এখন বাতাসের গুণমানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।''

ভারতের প্রগতিতে অমিত শাহের অবদান প্রত্যক্ষ করছে দেশ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অমিত শাহের ভূয়সী প্রসংশা করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ''ভারতের অগ্রগতিতে অমিত শাহজির অবদান ও উৎসর্গ প্রত্যক্ষ করছে দেশ।'' ২২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ৫৬ তম জন্মদিন।

এদিন সকালে টুইট করে অমিত শাহকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ''অমিত শাহজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ভারতের অগ্রগতিতে অমিত শাহজির অবদান ও উৎসর্গ প্রত্যক্ষ করছে আমাদের দেশ। বিজেপিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।''

৮৬-তে জীবনাবসান, প্রয়াত প্রবীণ টিআরএস নেতা এন নরসিমহা রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ২২ অক্টোবর (হি.স.): তেলেঙ্গানার প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)-র প্রবীণ নেতা নাইনি নরসিমহা রেড্ডি প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার গভীর রাত ১২.২৫ মিনিট নাগাদ হায়দরাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে টিআরএস-এর প্রবীণ এই নেতার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। প্রবীণ এই টিআরএস নেতা গত সেপ্টেম্বর মাসে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২৮ সেপ্টেম্বর জানা যায়, নাইনি নরসিমহা রেড্ডির শরীরে থাবা বসিয়েছে করোনা। চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। কিছুদিন আগে ফের তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফুসফুসে সংক্রমণ এবং করোনা-পরবর্তী জটিলতা দেখা দিয়েছিল। ভর্তি করা হয় হায়দরাবাদের অ্যাপোলো হাসপাতালে। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে বুধবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। একজন শ্রমিক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক জীবনে পথচলা শুরু রেড্ডির। ১৯৬৯ সালে সক্রিয়ভাবে তেলেঙ্গানা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। মুশীরাবাদ আসন থেকে তিন-বার জয়লাভ করেছিলেন রেড্ডি।

ভোরে আবছা ঘুমে ঢাকের বোলের মাঝে কলাবৌ যেত স্নানে : মাধবী মুখোপাধ্যায়

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : ''বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোটরা যেভাবে দুর্গাপুজোয় আনন্দ করে, আমার সেই সুযোগ শৈশবে হয়নি।'' শৈশবের পুজোর স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে জানালেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

তিনি জানান,''থাকতাম আপার সার্কুলার রোডে। যখন তিন, সাড়ে তিন বছর বয়স আমাদের এলাকা দাঙ্গার কবলে পড়ল। একাধিক বাড়ি বদল করতে হয়েছে। পরে ঠাঁই হল ৩৩, বাগবাজার স্ট্রিটে। বাড়ির কাছেই খুব বড় পুজো। ৫-৬ বছর বয়স থেকেই স্টেজে থিয়েটার করি। পুজোর ষষ্ঠীর দিন নাটকের মহড়া হত। বাড়িতে রাতে এসে ঘুমিয়ে পড়তাম। ভোরে আবছা ঘুমের মাঝে শুনতাম ঢাকের বোলে কলাবৌকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শৈশবেই বাবা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। মা আমাদের দু বোনকে কাছের কিছু ঠাকুর দেখানোর চেষ্টা করতেন। পুজোর সপ্তমীর দিন 'মিনার্ভা'-তে নতুন নাটক মুক্তি পেত। ব্যস্ত থাকতাম তা নিয়েই। আমার মাইনে তখন ছিল মাসে ৫০ টাকা। এক সের চাল তখন এক টাকা। এক টাকার বাজার করলে তিন জনের হয়ে যেত।

ব্যস্ততার মধ্যে এভাবে বড় হয়েছি। আরও বড় যখন হলাম, তখনও ব্যস্ততা পিছু ছাড়েনি। পুজো নিয়ে মাতোয়ারা হওয়ার অবকাশ আর হত না। আরও পরে ঘনিষ্ঠ ভাইবোনেরা মিলে গাড়ি ভাড়া করে পুজোয় ঠাকুর দেখতে গিয়েছি। আমার দুই মেয়ে। আমাদের দুই বোনের মত ওরাও ওদের বাবাকে সেভাবে পায়নি। অভিনেত্রী হলে সমস্যা হয়। তাই মেয়েদের নিয়ে দুর্গাপুজোর মন্ডপে ভিড়ের মাঝে যেতে পারতাম না। তবে ওদের ছোটবেলায় বইমেলায় নিয়ে গিয়েছি।''

উৎসবটাই যেন মূল না হয়ে ওঠে'' : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : ''মহামারী অসুরকে হারিয়ে যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারি, মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই করব।'' ষষ্ঠীতে এই আবেদন করে বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বললেন, ''পুজোর মূল মন্ত্র যেন আমরা ভুলে না যাই।''

দিলীপবাবু বলেন, ''সুন্দর আবহাওয়া। আকাশে মেঘ। অনেক উৎসব আনন্দ আমরা উদযাপন করতে পারিনি। দুর্গাপুজোয় কতটা পারব, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। যাই হোক, মায়ের প্রতি আমাদের শার-ভালবাসা আছে। সেটা যেন কম না হয়। তবে, আমাদের নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। ঘরের মধ্যেই থাকার চেষ্টা করব। বার হলে মনের মধ্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে বার হব। ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে পুজোর আনন্দ বাড়িয়ে তুলব। বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি বলেন, মানুষের জীবন মূল্যবান। সবাই পুজো দেখুন। পুজোর আবহ যেন ভক্তিময় হয়। ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের পুজোয় পরিবেশ আনন্দময়, ভক্তিময় থাকে। ক্লাবের পুজোর মধ্যে আড়ম্বর বেশি থাকে। এমনও মনে হয় পুজোর উৎসব, না উৎসব নিয়ে পুজো? উৎসবটা যেন মূল না হয়ে যায়। আর, উৎসব কম হয়ে গেলে পুজো ছোট হয়ে গেল সে রকম মনে করার কারণ নেই। তাই ভক্তি সহকারেই মা-কে প্রার্থনা করব। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলাদেশের দুর্গাপুজো নিয়ে দুশ্চিন্তা তথাগত রায়ের

কলকাতা,২২ অক্টোবর(হি. স.) : বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্গাপুজো নিয়ে দুশ্চিন্তা জানালেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার তিনি টুইটে লিখেছেন, যতক্ষন সব ভাল, হইহই কর। বাংলাদেশের দুর্গাপুজো কিরকম হচ্ছে, তা দেখার অবকাশ কারও নেই। কিন্তু কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, তুমি চোখ বন্ধ করে থাকলেও অনুঘটন আটকাতে পারবে না। বিশেষ করে হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে। বক্তব্যের সঙ্গে আজকের দৈনিকে প্রকাশিত খবরের দুটি অংশ যুক্ত করেছেন। তাতে লেখা ''বাংলাদেশের জাতীয় হিন্দু জোটের মহাসচিব গোবিন্দচন্দ্র প্রামাণিক বললেন, ''বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের বাড়িঘর, মঠ মন্দিরে হামলা হচ্ছে। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, খুন, দেশত্যাগে বাধ্য করা, ধর্ষণের মত ঘটনাও বিস্তর ঘটছে। কিন্তু দোষীদের শাস্তি হচ্ছেনা।''

শুক্রবার থেকে চালু হতে চলেছে কলকাতা-পোর্ট ব্লেয়ারের উড়ান পরিষেবা

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.): দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার সপ্তমীর দিন থেকে চালু হচ্ছে কলকাতা-পোর্ট ব্লেয়ারের উড়ান পরিষেবা। আপাতত সপ্তাহে এখন সোম ও শুক্রবার করে চলবে এই পরিষেবা। সকাল ৫টা ৫০মিনিটে এয়ার ইন্ডিয়ার দুটি বিমান ছাড়া হবে বলে খবর সূত্রের। করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের জেরে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল উড়ান পরিষেবা। এরপর ধীরে ধীরে আনলক পর্বে স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন। একে একে খুলে যাচ্ছে গন পরিবহনের মাধ্যম গুলি। এই পরিস্থিতিতে আপাতত একাধিক বিধিনিষেধ মেনে অবশেষে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলেছে কলকাতা আন্দামান বিমান পরিষেবা।

মাস্ক, স্যানিটাইজার সহ যাত্রীদের প্রত্যেককেই মানতে হবে কোভিড প্রটোকল। ফোনে অবশ্যই থাকতে হবে আরোগ্য সেতু অ্যাপ। বলাই বাহুল্য কলকাতা আন্দামান বিমান পরিষেবা চালু হয় যেমন খুশি হয়েছেন ভ্রমণপিপাসুরা, ঠিক একই ভাবে খুশি হয়েছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী

অসমে কোভিড পজিটিভের হার ১.৬৫, মোট আক্রান্ত ২,০২,৭৭৪ জন, আরোগ্যের সংখ্যা ১,৭৬,০৭৫

গুয়াহাটি, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ খুব ধীরে ধীরে কমছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিগত দিনের তুলনায় কম সংখ্যক আক্রান্ত হয়েছেন গতকাল রাত পর্যন্ত। বুধবার ৪২,৪৫২টি কোভিড টেস্টে নতুন ৭০১ জনকে সংক্রমিত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। টেস্টের তুলনায় পজিটিভের হার ১.৬৫ শতাংশ। পাশাপাশি গত রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ১,৬৬৪ জন সংক্রমিত সুস্থ হয়ে নিজের নিজের বাড়ি চলে গেছেন। সেই হিসাবে শতাংশ হিসাবে আরোগ্যের হার ৮৬.৮৩। এখন পর্যন্ত মোট ১,৭৬,০৭৫ জন রোগী কোভিড সংক্রমণ থেকে সুস্থ হয়েছেন। তবে এখনও সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৫,৮০৭ জন। প্রসঙ্গত, গোটা রাজ্যে আজ এই খবর লেখা পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২,০২,৭৭৪।

এদিকে গতকাল রাত পর্যন্ত আরও পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯ সংক্রমণে। এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮৯। নিহতরা কামরূপ মহানগর জেলার বিভূতি চৌধুরী (৭৮) ও অঞ্জলি দাস (৫৭), নগাঁওয়ের সুরেন্দ্রনাথ বরা (৭৮), গোলাঘাটের লক্ষ্মী শইকিয়া (৬৮) এবং মাজুলির ধর্মেশ্বর বরুয়া (৬৭)। গোটা তথ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখে জানিয়েছেন।

করোনায় আক্রান্ত সারেগামাপা-র চার বিচারক

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : চার বিচাক আর তিন 'সঙ্গীতগুরু' নিয়ে শুরু হয়েছে জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো 'সারেগামাপা। এবার সেখানকার সেটে করোনার থাবা।

সূত্রের খবর চার বিচারক শ্রীকান্ত আচার্য, মনোময় ভট্টাচার্য, মিকা সিং এবং আকৃতি কক্কর করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন 'সঙ্গীতগুরু' মনোময় ভট্টাচার্য। অপর দুই 'সঙ্গীতগুরু' ইমন চক্রবর্তী এবং রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের নাকি হালকা জ্বর রয়েছে। সংগীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য ১০ দিন ধরেই করোনা আক্রান্ত তিনি। রয়েছেন হোম আইসোলেশনে। ডাক্তারদের পরামর্শ মতো চলছেন। সূত্রের খবর, শ্রীকান্ত আচার্যর শরীরেও কোনও উপসর্গ ছিল না। কিন্তু একটু অবসন্ন বোধ করায় করোনা পরীক্ষা করান। ১৬ অক্টোবর তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে।

মুম্বই থেকে এসে ১৪ দিন আইসোলেশনে থাকার পরই শোয়ের শুটিং শুরু করেছিলেন মিকা সিং এবং আকৃতি কক্কর। শোনা গিয়েছে, তাঁদেরও মৃদু উপসর্গ রয়েছে। হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তাঁরাও।

বিচারক জয় সরকার অবশ্য সুস্থ রয়েছেন বলেই খবর। বাড়িতে রয়েছেন তিনিও। শোনা গিয়েছে, সঞ্চালক আবির চট্টোপাধ্যায়ও এখনও পর্যন্ত ভাল আছেন। তিন দিন পর পর নাকি তিনি করোনা পরীক্ষা করাচ্ছেন। সুরক্ষাবিধি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে শোয়ে করোনার সংক্রমণ ছড়াল তাই নিয়ে চিন্তিত অনেকে। নভেম্বরে ফের 'সারেগামাপা'র শুটিং শিডিউল রয়েছে। সেই শুটিং হবে কিনা, তা নিয়ে দেছা দিয়েছে সংশয়।

করোনা-আক্রান্ত বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী, চিকিৎসাধীন পাটনা এইমস-এ

পাটনা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): কিছু দিন পরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ, তার আগেই কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সুশীল কুমার মোদী। বৃহস্পতিবার সুশীল কুমার মোদী নিজেই জানিয়েছেন, তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো পাটনার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ ভর্তি হয়েছেন।

সুশীল কুমার মোদী নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন, আমি করোনা-আক্রান্ত। শরীরের সমস্ত মাপকাঠি স্বাভাবিক রয়েছে। আরও ভালো চিকিৎসার জন্য পাটনা এইমস-এ ভর্তি হয়েছি। ফুসফুসের সিটি স্ক্যান স্বাভাবিক রয়েছে। খুব শীঘ্রই প্রচারে আসছি। কোভিড প্রোটোকল অনুযায়ী, সম্প্রতি সুশীল কুমার মোদীর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁদেরও কোভিড নমুনা পরীক্ষা করতে হবে।

নতুন করে আক্রান্ত ২,৪০২ জন, উত্তর প্রদেশে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৬,৭৯০

লখনউ, ২২ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে করোনাভাইরাসের প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় উত্তর প্রদেশে নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২,৪০২ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৩৫ জন রোগীর। ফলে উত্তর প্রদেশের করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল-৬৭৯০। শেষ ২৪ ঘন্টায় উত্তর প্রদেশে ২,৫৮১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশ সরকারের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, উত্তর প্রদেশে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪,২৭,৯৩৭ জন করোনা-রোগী। সবমিলিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬,৭৯০ জনের এবং চিকিৎসাধীন ২৯,১৩১ জন রোগী।

কলকাতা-লন্ডন উড়ান নিয়ে মন্তব্য তথাগত রায়ের

কলকাতা,২২ অক্টোবর(হি. স.) : কলকাতা-লন্ডন উড়ান কমে যাওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

যাত্রী হচ্ছে না, এই কারণ দেখিয়ে কলকাতা-লন্ডন সরাসরি উড়ানের সংখ্যা সপ্তাহে দু'টির বদলে একটি করে দিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। নভেম্বরের গোড়া থেকে শুধু রবিবারেই ওই উড়ান চলবে। 'বন্দে ভারত' প্রকল্পে ওই উড়ান আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত চলবে বলে সংস্থা আগেই জানিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, 'কলকাতা-লন্ডন উড়ান তুলে নেওয়া হচ্ছে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এখন ককোনমি ক্লাশে লাভ থাকে সামান্য। তাই আন্তর্জাতিক উড়ানগুলো আপার ক্লাশের আসন বেশি রাখে। এর জন্য শিল্প-বানিজ্য দরকার। পশ্চিমবঙ্গে সেটা নেই। এখানকার মুখ্যমন্ত্রী টাটা মোটর্সকে লাথি মেরে বার করে দিয়েছে।''

করোনা কমে গেলে এবং আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিক হলে ৩১ মার্চের পরেও যাতে ওই উড়ান চালু থাকে, তার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল রাজ্য। প্রাক্তন মুখ্যসচিবের পরে বর্তমান মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রীয় বিমানসচিব প্রদীপ খারোলাকে চিঠি দিয়ে সেই অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, রাজ্য চায় কলকাতা-লন্ডন নিয়মিত উড়ান চলুক। শুধু লন্ডন নয়, কলকাতা থেকে ইউরোপের অন্যান্য শহরেও উড়ান চালাতে অনুরোধ করেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভারতে ৯.৮৬ কোটি করোনা-টেস্ট, সুস্থতা বেড়ে ৮৯.২০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর (হি.স.): সুস্থতার সংখ্যা স্বস্তি দিয়ে ভারতে প্রতিদিনই বাড়ছে, একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.৮৬ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,৮৬,৭০,৩৬৩-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪.৬৯ লক্ষেরও বেশি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ অক্টোবর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ১৪,৬৯,৯৮৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ৯,৮৬, ৭০,৩৬৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।কোভিড-১৯ ভাইরাসকে হারিয়ে ভারতে সুস্থতার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। একইসঙ্গে কমছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে মোট আক্রান্তের (৭৭,০৬,৯৪৬) ৮৯.২০ শতাংশ করোনা-রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৭,১৫,৮১২ (৯.২৯ শতাংশ)। ৭০২ বেড়ে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা ১,১৬,৬১৬-তে পৌঁছেছে।

মোদী-অমিত রাম-লক্ষণ, কাজের ফিরিস্তি দিয়ে শাহকে শুভেচ্ছা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): নরেন্দ্রভাই এবং অমিতভাইকে রাম-লক্ষণ আখ্যা দিয়ে তাঁদের অকুতোভয় বলে মন্তব্য করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ৫৬ তম জন্মদিন। এদিন সকালে টুইটে তথাগত লেখেন, নরেন্দ্রভাই এবং অমিতভাই অকুতোভয়। রামমন্দির, জিএসটি, নোটবন্দী, দেউলিয়া, সিএএ, এনআরসি, সংবিধানের ৩৭০ ধারা এ সব করেছেন।

টুইটারে তথাগত আরও লেখেন, এখন বাকি আছে সিএএ-র রূপায়ণ, ইউসিসি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। রাম-লক্ষণ এগুলো করবে। শুভ জন্মদিন অমিতভাই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে রাজ্যস্তরের নেতা, সকলেই জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

বিজন সেতুতে বাইক দুর্ঘটনায় জখম দু''জন যুবক, যান চলাচলে বিঘ্ন

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): বেপরোয়া গতিতে মোটরবাইক চালানোর পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে, ফের তা প্রমাণিত হল। বিজন সেতুতে মোটরবাইক দুর্ঘটনায় আহত হলেন দু''জন যুবক। বৃহস্পতিবার সকালে মোটরবাইকে চেপে বেপরোয়া গতিতে কসবা থেকে গড়িয়া অভিমুখে যাচ্ছিলেন দুই যুবক। সকাল তখন ছ''টা হবে, বিজন সেতুর উপর আচমকাই তাঁদের মোটরবাইকটি পিছলে গিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। তাতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনার জেরে রাস্তায় কিছুক্ষণ যান চলাচল থমকে যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, সাত-সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তার জেরে রাস্তা পিচ্ছিল ছিল। আর মোটরবাইকের গতি অস্বাভাবিক বেশি থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছলে যায়। অনেকটা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে দুই আরোহী। একজনের মাথা থেঁতলে গিয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এরপরই তাঁদের উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরছিল তাঁরা। সম্ভবত মদ্যপ অবস্থাতেই মোটরবাইক চালাচ্ছিল। যার জেরেই এই দুর্ঘটনা। মোটরবাইকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ। আহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

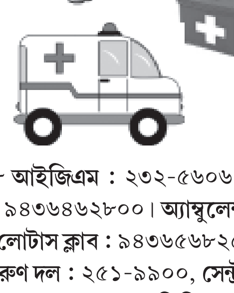

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স** : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডাক্তার নিয়োগের দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিরোধী দলনেতার

আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। ডাক্তার নিয়োগের দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, ত্রিপুরার মেডিকেল কলেজ থেকে দুহ বছর আগে ডণ এম.বি.বি.এস.বেকার ডাক্তার বন্ধুরা গত ১৬ই অক্টোবর তারিখ প্রচার মাধ্যমের কাছে বর্তমানপরিস্থিতিতে তাদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। প্রচারমাধ্যমের সহযোগীতায় এ সম্পর্কে আমার জানবার সুযোগ হয়েছে।বেকার ডাক্তার বন্ধুরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ লাভের প্রত্যাশায় গত৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখ ত্রিপুরা সরকারের সচিবালয়ের মাধ্যমে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণকরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ১৫ দিন অহিবাহিত হয়ে যাবার পরও আপনার কাছথেকে কোনও সদর্থক সাড়া পাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন। এটা অবাঞ্ছিত এবং অপ্রত্যাশিত। বিশেষ করে বর্তমান ভেঙ্গে পড়া রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিস্থিতিতে রাজ্যের বেকার ডাক্তাররা রাজ্যের জনসেবায় নিজেরা স্বত:প্রনোদিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন অথচ মুখ্যমন্ত্রী কথা বলতে আগ্রহ দেখালেন না এটা অকল্পনীয়। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তার বন্ধুরা বাধ্য হয়ে তাদের বক্তব্য স্মারকলিপি আকারে ১৪ই অক্টোবর তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাতে বাধ্য হন। এর পরেও দুদিন মতিবাহিত হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনার কাছ থেকে কিংবা আপনার দফতর থেকে কোনও সাড়া তার পাননি। এটা আরোও অপ্রত্যাশিত এবং অশোভন। এর পরই সংশ্লিষ্ট বেকার ডাক্তার বন্ধুদের পক্ষ থেকে তাদের সবকিছু বক্তব্য উল্লেখ করে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের স্মারক পাত্রের অনুলিপি প্রেরণ করেন। এই সমগ্র ঘটনাবলীতে ত্রিপুরার বিবেচক নাগরিক মাত্রই বিস্মিত এবং হতবাক। বেকার ডাক্তার বন্ধুদের সুনির্দিষ্ট তিনটি দাবী আমার নজরে এসেছে। পড়ে রয়েছে। একদিকে রাজ্যের জনস্বার্থে এবং বিশেষ করে কোভিড পরিস্থিতির কারণে ত্রিপুরার বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে বেকার ডাক্তাররা স্বাস্থ্য পরিষেবা কাজে নিজেরা নিয়োজিত হতে একান্তভাবে আগ্রহী। একই সাথে ধার-দেনা, জায়গা-সম্পত্তি বন্ধক রেখে তাদের পরিবার যে তাদেরকে ডাক্তার তৈরী করে আনতে সক্ষম হয়েছেন সেই ধার-দেনা শোধ এবং সম্পত্তি ফিরিয়ে আনতে পরিবার এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। সবমিলিয়ে বেকার ডাক্তারদের অবশ্যই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অবিলম্বে বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগ করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি। কোভিড পরিস্থিতিতে যে বেকার ডাক্তার বন্ধুরা স্বল্পমেয়াদের জন্য সরকারের আহবানে সেবা কাজে যুক্ত হয়েছিলেন তার স্বীকৃতি এবং ন্যাধ্য ন্যুনতম বলেও আমরা মনে করি। আশা করি মুখ্যমন্ত্রী বেকার ডাক্তার বন্ধুদের সদর্থক বক্তব্য ও ন্যায্য ন্যুনতম দাবী সমূহের প্রতি রাজ্যের বর্তমান জটিল কোভিড ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিস্থিতিতে দ্রুত কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহন করবেন।

ছোট উদ্যোগপতিদের উৎসাহ প্রদান স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের

ক্যানিং, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : স্বদেশী জিনিস গ্রহণ ও বিদেশী জিনিসবর্জনের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই করে আসছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ। এবারদেশীয় ছোট ও ক্ষুদ্রশিল্পকে আরও বেশি করে উৎসাহ দিতে ছোট ছোটউদ্যোগপতিদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁদের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়ার কাজশুরু করল স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ। দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার তরফ থেকেবৃহস্পতিবার দুপুরে ক্যানিংয়ের ছোট উদ্যোগপতি সমরেশ দলুইয়ের হাতে মানপত্রতুলে দিয়ে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন জেলা স্বদেশী জাগরণ মঞ্চেরসংযোজক কৃষ্ণ দেবনাথ ও সহ সংযোজক গৌতম কুমার রায়।দত্তপন্থ ঠেংড়ি রাষ্ট্রীয় স্বাবলম্বী সম্মান চালু হয়েছে ক্ষুদ্র ওকুটিরশিল্পে স্বদেশী ও আত্ম নির্ভরতার জন্য যারা উদ্যোগ নিচ্ছেন তাঁদেরজন্য। আর এদিন এই সম্মানে ভূষিত হলেন সমরেশ দলুই। দীর্ঘদিন ধরেই নিজেক্যানিং এলাকায় নুডুলস, সোয়াবিন বড়ি সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করেআসছেন সমর। নিজের এই উৎপাদন ব্যবসায় এলাকার বেশ কিছু মহিলা ও পুরুষ কাজেরসুযোগ পেয়েছেন। নিজেদের তৈরি এই দ্রব্যাদি এলাকার বিভিন্ন বাজার, দোকানেবিক্রি ও হচ্ছে সুনামের সাথে। আর সেই কারনে সমরেশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদজানিয়ে তাঁকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ। এইউপলক্ষ্যে এদিন সমরেশের বাড়িতেই একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁরহাতে মানপত্র ও উপহার তুলে দেওয়া হয়।

দুর্গাপুরে সেচ ক্যানেলে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ২২ অক্টোবর (হি.স.) : সেচ ক্যানেলে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যাক্তিরমৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিমবর্ধমানের দুর্গাপুর বীরভানপুর এলাকায় দামোদর নদীর উত্তর তীরবর্তী সেচক্যানেলে।পুলিশ সুত্রে জানা গেছে মৃতের বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলেকোকওভেন থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্যদুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনসকালে বীরভানপুর গ্রাম এলাকায় বর্ধমানমুখী সেচক্যানেলে এলাকাবাসী একব্যাক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখে। পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ স্থানীয়দেরসহযোগিতায় মৃতদেহ জল থেকে উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি প্রায় ১০দিনের। প্রাথমিক অনুমান কোনও এলাকায় নদীতে স্নানে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল।এদিন মৃতদেহ ভেসে ওঠে বীরভানপুর এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

পুজোয় শাড়ি বিনিময়ে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টায় দিদি আর বৈশাখী

কলকাতা, ২২ অক্টোবর (হি. স.) : দক্ষিণ ভারতের দক্ষ পেশাদার শিল্পীর তৈরিশাড়ি 'দিদি', মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বৃহস্পতিবার পুজোয় উপহারপাঠালেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দিদি'-র কাছ থেকে উপহার পেয়ে এইভালবাসার প্রতিদান বলে জানালেন প্রাক্তন মন্ত্রী-মেয়র শোভনচট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী।বস্তুত বৈশাখী বিজেপি-তে, না তাঁর আগের দল তৃণমূলে, তা নিয়ে বেশ কিছুদিনধরেই অনেক কান্ড চলছে। দু'দলেই পা বাড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন কোনদিকেগেলে ভবিষ্যতে লাভ হতে পারে। দিল্লিতে বিজেপি-র ওপরমহলের সঙ্গে সমঝোতারপর দিল্লিতে গেরুয়া পতাকা হাতে তুলে নেন শোভন-বৈশাখী। কিন্তু দলের রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষ তাঁদের এই জুটিকে সম্বোধন করেছিলেন ''ডাল-ভাত'' বলে। এতেরেগে গোঁসাঘরে খিল দেন শোভন-বৈশাখী।এরপর তৃণমূল ও বিজেপি দু'পক্ষই নানাভাবে তাঁদের মানভঞ্জনের চেষ্টা করতেথাকে। শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ধনুক ভাঙা পণ ছিল, তাঁর সঙ্গে বৈশাখীকে ''সমমর্যাদা'' দিতে হবে দলে। অনেক জলঘোলার পর গত সেপ্টেম্বরে শোভনের আবদারেসিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বৈশাখীও এলেন দলের রাজ্য স্থায়ীআমন্ত্রিত সদস্যের তালিকায়।মাসখানেক সব চুপচাপ। হঠাৎ আজ বৈশাখী ফেসবুকে 'দিদি'-র প্রশংসা করে জানান,তাঁদের দু'জনের জন্য তৃণমূল নেত্রী পূজোয় উপহার পাঠিয়েছেন। দিদির শাড়িএবং সালোয়ার স্যুট তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। আমফানের আগে তাঁরা দু'জন(শোভন-বৈশাখী) বিশাখাপতনমে গিয়েছিলেন। সেখানে ছোট্ট গ্রাম পন্ডুরুতে অতিসুন্দর খাদির পোষাক তৈরি হয়। জয়ললিতা-সহ নামী রাজনীতিকরা ওই খাদির তৈরিপোষাক পড়েন। এক একটি তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। 'দিদি'-র জন্য একটি শাড়িরবরাত দিয়ে এসেছিলেন।লকডাউনের জন্য সেখান থেকে সেই শাড়ি আসতে একটু সময় লাগল। সবে এসে পৌঁছেছে।অন্তত বৈশাখীর বক্তব্য সেটাই। 'দিদি'-র পুজো উপহারও সবে পেয়েছেন। তাই আজদিদি'-কে পাঠিয়ে দিলেন সেই উপহার। প্রশ্ন উঠেছে, পুজোয় উপহার বিনিময়ের পরশোভন-বৈশাখীর বিজেপি-তে যাওয়া, পদ্মফুল হাতে তুলে নেওয়াএ সব কী নতুন মোড়নেবে? সময়ই তার উত্তর দেবে।

পাঁচ

● প্রথম পাতার পর

গত ২৪ ঘন্টায় ৩০০৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১২৫ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে এবং ২৫০ জন সুস্থ হয়েছেন। তবে, গত ২৪ ঘন্টায় ৫ জনের করোনাক্রান্তে মৃত্যুতে শারোদৎসবে চিন্তা-র ভাজ পড়েছে।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের স্বপ্ন

আটের পাতার পর কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান। জানাযায় সুরেন্দ্র রিয়াং প্রতিনিয়ত বেনিফিসারীদের কাছে গিয়ে বাগান সম্পর্কে বিভিন্ন পরমর্শ দিয়ে থাকেন। এতেকরে কৃষকরা খোবাই উপকৃত হচ্ছেন। এই বাগান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনেকিছু তথ্য তুলে ধরেন রাজাপুর কৃষি সহায়ক কেন্দ্রের গ্রামসেবক সুরেন্দ্র রিয়াং। তিনি জানান রাজাপুর কৃষিসহায়ক কেন্দ্রের আওতায় পতিছড়ী এলাকায় ১০ জন বেনিফারী সুপাড়ী বাগান করেছেন ও ৫ জন বেনিফিসারী কলাবাগান করেছেন। তিনি জানান এই বাগান করার জন্য দপ্তর থেকে সাহায্যের হাত বাড়ীয়ে দেওয়াহয়েছে ও আগামীদিনেও সাহায্যেরহাত বাড়ীয়ে দেওয়াহবে বলে জানান সুরেন্দ্র রিয়াং। অপরদিকে সমগ্র মহকুমার কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন বগাফা কৃষি আধিকারিক দেবাশীষ পাল। তিনি জানান আগামীদিনে কৃষকদের উন্নয়ন স্বার্থে বিভন্ন পরিকল্পনা হাতে নেওয়াহচ্ছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে এটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারবে পুলিশ।

ইটের সুরকি চুরি

আটের পাতার পর

বিষয়টি অবগত করলে উনি খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পেরেছেন ইটের কংক্রিট গুলি কোন সরকারি কাজের ব্যবহৃত নয়। সুতরাং উনি কদমতলা থানার নিকট সেই মর্মে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।অপরদিকে কংক্রিটের মালিক ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জালাল উদ্দিন জানান, কালাছড়ার বাসিন্দা ইমরান মিয়া তার কাছ থেকে ১৮ অক্টোবর অর্থাৎ গত রবিবার ইটের কংক্রিট গুলি কালাছড়া ব্লকের কাজের জন্য এনেছিলেন। কথা ছিল প্রতি টিন ৬৫ টাকা করে দেওয়া হবে। ইমরান বাবু আরো বলেছিলেন, ব্লকে কাজের জন্য ৬০০ টিন ইটের কংক্রিটের প্রয়োজন। তাই কংক্রিট মালিক জালাল উদ্দিন রবিবারে ৪৫০ টিন কংক্রিট দুটি গাড়ি করে কালাছড়া ব্লকে নিয়ে যান।পরের দিন আরো ১৫০ টিন কংক্রিট দেওয়ার কথা ছিল। তবে ৪৫০ টিন কংক্রিট গুলি রাতের আধারে জাহাঙ্গীর হোসেন ও ইমরান মিয়ার কথাতেই উনি ব্লকের ভেতর থেকে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন বলেও স্বীকার করেন। কংক্রিট মালিকের অভিযোগ উনি কংক্রিটের মূল্য এখন পর্যন্ত পাননি।এখন দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে আসল রহস্য কতটুকু উন্মোচন হয়। নাকি সরকারি কাজের পণ্য সামগ্রী এভাবেই রাতের আধারে গায়েব করতে গিয়ে পার পেয়ে যান কিছু স্বার্থান্বেষী সমাজসেবক।সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

পারিবারিক বলে দাবি সিপিএমের

আটের পাতার পর

সামাজিক মাধ্যমে প্রচারে নেমে পড়ে। এতে করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় উভয় পরিবারই বিজেপি''র সমর্থক। ঘটনার পরদিন রাজ্যের প্রভাতী সমস্ত সংবাদ পত্রে খবর প্রকাশিত হয়। দুই পরিবারের সংঘর্ষকে সিপিআই(এম)-এর উপর চাপিয়ে দেওয়ার হচ্ছে। সিপিআই(এম) এবং সিপিআই(এম)-এর প্রাক্তন বিধায়ককে টার্গেট করা হচ্ছে। গত কয়েকদিনে রাজ্যের তাবড় তাবড় বিজেপি নেতারা মৃত রাকেশ শর্মার বাড়িতে এসে সমবেদনা জানানোর নামে তীব্র বিদ্বেষমূলক কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। তাতে স্থানীয় লোকজন থেকে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা বলেন, সিপিআই(এম) বরাবরই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশের পক্ষে সাওয়াল করে আসছে। কিন্তু ২০১৮ সালে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর ক্রমান্বয়ে শত শত কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। একাধিক পার্টি অফিস ভাঙ্গচুর, অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটেই চলছে। চন্দ্রপুর কলোনীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ১৯ অক্টোবর রাতে চন্দ্রপুর কলোনী বাজারে নিজস্ব জায়গায় থাকা সিপিআই(এম) অফিসে আগুন লাগিয়েছে বিজেপি দুর্বৃত্তরা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, এ ঘটনায় রাজনৈতিক বিষয় নেই। সিপিআই(এম) যুক্ত থাকার কোনো প্রশ্নই নেই। ঘটনায় যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানানো হয়।

পৌঁছে দিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

কর্মসূচিগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রূপায়ণ করতে হবে। এই প্রকল্পে ক'ষকদের ভর্তকিতে সোলার পাম্প প্রদানের যে সংস্থান রয়েছে তা ক'ষকদের মধ্যে বেশি করে প্রচারে নিয়ে যেতে হবে।

সভায় জল জীবন মিশন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পানীয় জল সম্পদ দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন জানান, রাজ্যের ৮ লক্ষ ৯৯৭টি পরিবারের মধ্যে এ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত ৭০ হাজার ২৭১টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ৪৭৩টি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও জল জীবন মিশন প্রকল্পে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ৪৪১টি ডিপ টিউবওয়েল এবং ১,২০৯টি মল বোর ডিপ টিউবওয়েল বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ৭২টি ডিপ টিউবওয়েল এবং ৬৫টি মল বোর ডিপটিউবওয়েল ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। বাকিগুলির কাজ চলছে।

সভায় সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের পর্যালোচনায় শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান, সমগ্র শিক্ষা অভিযানে ১,০৭৬টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাল ইলেকট্রিফিকেশনের কাজ চলছে। তিনি জানান, ৭৯৫টি বিদ্যালয়ে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ফাণ্ড প্রোজেক্ট অ্যাপ্রোভাল বোর্ড থেকে অনুমোদিত হয়েছে। তিনি জানান, সমগ্র শিক্ষা অভিযানে ৪০০টি ল্যাপটপ অ্যাকাডেমিক লিডার, কো-অর্ডিনেটর, ডিস্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটরস, ব্লক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটরসকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৫০০টি ডেস্কটপ ব্লক রিসোর্স সেন্টার, ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টারে দেওয়ার কাজ চলছে। তিনি জানান, ৩৬৫টি বিদ্যালয়ে ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি ভিত্তিক ল্যাব চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৪০০টি বিদ্যালয়ে সক্ষম ত্রিপুরা নামে একটি কর্মসূচি চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা সচিব। তিনি জানান, ৬৭টি বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক স্তরের ক্লাস চালু করা হয়েছিলো। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উপযোগী করে শ্রেণীকক্ষকে সাজানো হয়েছে বলে শিক্ষা সচিব জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) এর পর্যালোচনায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান, এই যোজনায় প্রথম পর্যায়ে ২৪,৪২০টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৫,৮৪৪টি গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ এই দুই অর্থবছরে গৃহগুলি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এরমধ্যে এখন পর্যন্ত ২৩,৩৭৩টি গৃহ নির্মাণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ১৪,৭৫৬টি গৃহের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সচিব জানিয়েছেন।

সভায় এমজিএন রেগা নিয়ে আলোচনায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা জানান, চলতি মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত গড়ে ৪৬ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে। তিনি জানান, চলতি বছরে মোট ৪ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন নিয়ে আলোচনায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সিং জানান, চলতি বছরে ৭১৪টি নতুন স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও ১০,৫২২টি স্বসহায়ক দলকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (আরবান) নিয়ে আলোচনায় নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে জানান, এই যোজনায় চারটি পর্যায়ে ৫৩,৬৩২টি গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিলো। এরমধ্যে ৩৭,৮০৮টি গৃহের নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব জানান, মার্ট সিটি প্রকল্পে ৩৩টি কর্মসূচি রূপায়ণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য ব্যয় হয়েছে ১৫৮ কোটি টাকা। সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব এস কে রাকেশ এবং পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় উপস্থিত ছিলেন।

স্বামী

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত দা দিয়ে ঝরনার ডান হাতে কুপিয়ে দা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় । পরবর্তীতে নিকট আত্মীয়রা তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঝর্ণার মৃতদেহ তেপানিয়া জেলা হাসপাতালের মর্গে শায়িত আছে। আর কে পুর থানার পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ঝর্ণার মৃত্যুতে তেপানিয়া উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বামী রূপক ঘোষের গ্রেপ্তারের দাবি উঠছে।

হবে বিহার : নির্মলা

আটের পাতার পর

ভারতের প্রগতিশীল ও উন্নত রাজ্যে উন্নীত হবে বিহার।

এদিন বিহারের জনগণকে অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, যত দ্রুত কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে, এবং ব্যাপক পরিমানে উৎপাদন হওয়ার পর বিহারের প্রতি জনগণকে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। নির্বাচনী ইস্তেহারে এটাই আমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি। এনডিএ শাসনে বিহারের জিডিপি বৃদ্ধি হয়েছে বলেও জানান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, এনডিএ শাসনে ৩ শতাংশ থেকে ১১.৩ শতাংশে পৌঁছেছে জিডিপি।

করোনায়

● প্রথম পাতার পর

৬৮,৭৪,৫১৮ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৮১২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২৪,২৭৮ জন।

ভারতের কয়েকটি রাজ্যের করোনা-পরিস্থিতি এখনও হাতের নাগালের বাইরে। এই রাজ্যগুলি হল-মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি। তবে, সুস্থতার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই। এরইমধ্যে ভারতে প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে করোনা-টেস্টের সংখ্যাও। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯.৮৬ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে করোনা-পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৯,৮৬,৭০,৩৬৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

বেকারদের

● প্রথম পাতার পর

ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদানকালে তারা তাদের সমস্যার কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। শিক্ষা অধিকর্তা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রতিনিধি দলের সদস্যদের আশ্বস্ত করেছেন।

শিক্ষা অধিকর্তা সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষেতারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য সরকারি বাসভবনের সামনে যান। কিন্তু তাদের কাছে আগাম অনুমতি না থাকায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাদেরকে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি।এসব বেকারদের যাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা তাদের দাবি পেশ করতে পারেন সে ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তারা। উল্লেখ্য রাজ্যে শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে। শিক্ষক এর অভাবে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

অথচ উপযুক্ত বেকার থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নিয়োগের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। এর ফলে ট্যাট করতে না একদিকে যেমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ঠিক তেমনি রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষক এর অভাবে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে উত্তীর্ণ বেকারদের নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সুবিধা গ্রহণ করে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। পাশাপাশি নিজের গ্রাম কিংবা শহরের উন্নয়নের সাথে সাথে রাজ্যের উন্নয়নেও নিজেকে সমর্পিত করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর পূর্বা'ল কোনও এক সময় উপেক্ষিত ছিল।

বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের নির্দিষ্ট কোন পরিচিতি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চ সহ আমাদের রাজ্য ত্রিপুরাকেও এক বিশেষ পরিচিতির অধিকারী করে তুলেছে। জনজাতিদের প্রকৃত সম্মান দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। হৃদয় থেকে তাদের সমস্যাগুলি জেনে তার সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন তিনি। রাজ্যের জনজাতিদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'তিপ্রা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল' করার জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। জনজাতিদের ঐতিহ্যবাহী 'রিসা' কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মান্যতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশবাসীকে সম্বোধন করার সময় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক রিসা সময়ে সময়ে পরিধানকরে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অতিথিদেরও 'রিসা'র মধ্য দিয়ে সম্মান জানানো হয়। এর ফলে বিদেশীদের ত্রিপুরা সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরি হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে বড়মুড়ার নাম 'হাতাইকতর' নামে নামঙ্কিত হয়েছে। জনজাতিদের পরম্পরাগত খাদ্য বাঁশকরুল থেকে বিস্কুট তৈরি করে বাজারজাত করণের পাশাপাশি বাঁশের তৈরি বোতলের মধ্যে মধু বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। রাজ্যের সাংস্ক'তিক ব্যক্তিত্ব জনজাতি সম্পদায়ের থাঙ্গা ডার্লং ও বেনীচন্দ্র জমাতিয়াকে সাহিত্য ও সংস্ক'তিতে বিশেষ অবদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পদ্মশ্রীতে ভূষিত করেছে যা ত্রিপুরাকে গৌরান্বিত করেছে।

তিনি বলেন, ধলাই জেলার সামগ্রিক বিকাশে এই জেলাকে অ্যাশপিরেশন্যাল ডিস্ট্রিক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ধলাইতে একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রথমবার এডিসির জন্য প'দশ অর্থ কমিশন থেকে ৫৭ কোটি টাকা জনজাতিদের উন্নয়নে ব্যয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টিটিএএডিসি এলাকার আসন সংখ্যা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

জাইকা প্রকল্পের কাজ অধিকাংশই জনজাতি অ'লে রূপায়ণ করা হচ্ছে। ২০২২ সালে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে অটল জলধারা প্রকল্পে বিনামূল্যে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সরকার। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কোন যোজনা গ্রহণ করেনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে সরাসরি বিমান যোগাযোগের পাশাপাশি জলপথে সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। জনজাতিদের শিক্ষার উন্নয়নেও সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আগামী দিনে সবাই একত্রিত হয়ে ত্রিপুরাকে বৈভবশালী এবং শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার পাশাপাশি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী দুর্গাপূজার দিনগুলিতে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এন এল এফ টি (এস ডি) সদস্যদের জীবনযাত্রা যাতে সুষ্ঠভাবে অতিবাহিত হয় তারজন্য এই আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা এন এল এফ টি (এস ডি) সদস্যরা সকলের সাথে মিলে মিশে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করবেন বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশক রাজীব সিং। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ মহানির্দেশক (ইন্টেলিজেন্স) পুনীত রাস্তোগী। অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণকারী এন এল এফ টি (এস ডি) গ্রুপের ছয় জেলা ছয়জন অভারগ্রাউণ্ড সদস্যকে প্রতিকীরূপে আর্থিক সহায়তা স্বরূপ প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকার চেক তুলেদেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা।

াঙ্গন

‘এল ক্লাসিকো’ দেখা যাবে অ্যাপে

ফেইসবুকের পাশাপাশি এবার অ্যাপেও দেখা যাবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার লড়াই। অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য লা লিগা কতৃপক্ষ চালু করেছে ‘লা লিগা ই-স্পেস’ অ্যাপ।ম্যাচ উপভোগের পাশাপাশি এই অ্যাপে থাকছে প্রাসঙ্গিক আরও অনেক পরিসংখ্যান, সাম্প্রতিক নানা ঘটনা এবং শেষ মুহূর্তের অনেক তথ্য। এছাড়াও আগের সব এল ক্লাসিকো নিয়ে বিভিন্ন তথ্য, ঘটনা, লা লিগার শুভেচ্ছা দূতদের কথা এবং আরও অনেক কিছু।এল ক্লাসিকো উপভোগের পাশাপাশি ভার্চুয়াল স্টেডিয়ামের স্বাদ ও লা লিগার ২০টি ক্লাব সম্পর্কে নানা তথ্যও জানা যাবে এই অ্যাপ থেকে।সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই অ্যাপ চালুর কারণ জানালেন লা লিগার ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসে আন্তনিও কাচাজা।‘‘বাংলাদেশ ফুটবলপ্রেমীদের দেশ। আমরা দেখেছি, এ দেশে লা লিগার অনেক ভক্ত। লা লিগার ফেইসবুক পাতায় প্রায় ৫০ লাখ ভক্তের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং তাদেরকে ম্যাচ উপভোগের সুযোগ দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এল ক্লাসিকো বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবল লড়াইগুলোর একটি এবং আমরা মনে করি, ভক্তদের ম্যাচ উপভোগের পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা ও মানসম্পন্ন ফুটবল কন্টেন্ট উপহার দেওয়ার জন্য লা লিগা ই-স্পেস অ্যাপ চালু করার এখনই সময়।’’আগামী শনিবার বার্সেলোনার মাঠে হবে এই মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো। গত সোমবার থেকেই অ্যাপটি ব্যবহার করা যাচ্ছে।

প্রথমার্ধে লড়াইয়ে ছিল না রিয়াল: মদ্রিচ

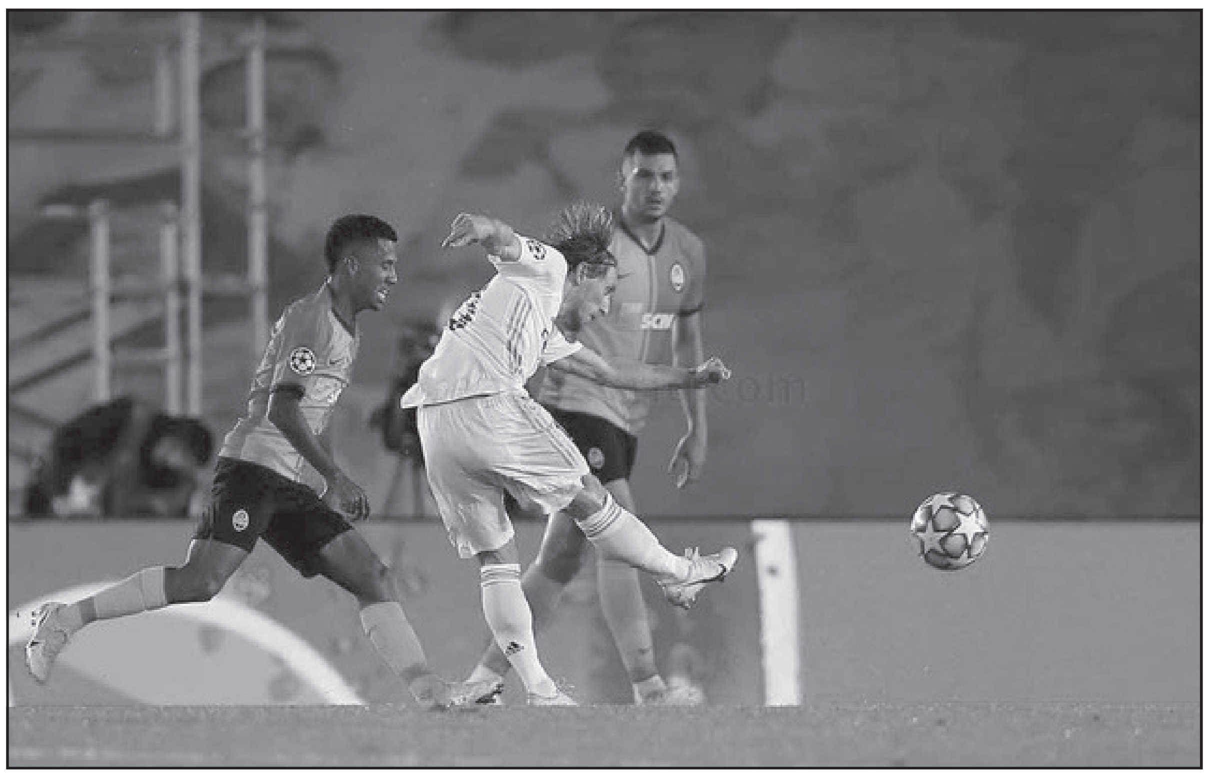

শাখতার দোনেৎস্কের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের হারের জন্য প্রথমার্ধের বাজে পারফরম্যান্সকে দায়ী করেছেন লুকা মদ্রিচ। ক্রোয়াট এই মিডফিল্ডার মনে করেন, বিরতির আগের সময়টায় লড়াইয়েই ছিলেন না তারা।

আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বুধবার রাতে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে ৩-২ গোলে হারে রিয়াল। করোনাভাইরাস ও চোটের জন্য ১০ গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়কে হারানো ইউক্রেনের দলটির বিপক্ষে প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে তারা। ম্যাচ শেষে মদ্রিচ জানান, ওই সময়ের খেলাই ব্যবধান গড়ে দিয়েছে ম্যাচে।“প্রথমার্ধে আমরা লড়াইয়ে ছিলাম না। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আমরা উন্নতির চেষ্টা করেছি এবং উন্নতি করেছিলামও।

তবে তা ড্র কিংবা জয়ের জন্য যথেষ্ঠ ছিল না। আমাদের উন্নতি করতে হবে। স্পষ্টভাবেই আজ আমাদের আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ছিল, বিশেষ করে প্রথমার্ধে।’’দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে মদ্রিচের দূরপাল্লার আচমকা শটে পাওয়া গোলে ম্যাচে ফেরার আভাস দিয়েছিল রিয়াল। খানিক বাদে ভিনিসিউস জুনিয়রের গোল দিচ্ছিল ভালো কিছুর ইঙ্গিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার এড়ানো যায়নি।এর আগের ম্যাচে লা লিগায় ঘরের মাঠে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা হেরেছিল কাদিসের বিপক্ষে। টানা দুই হারের ক্ষত নিয়ে শনিবার খেলতে হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার বিপক্ষে। তবে সব ভুলে এই ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় জানালেন মদ্রিচ। ‘‘আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। পরের ম্যাচ দ্রুতই চলে আসছে। এ নিয়ে তাই আমাদের পড়ে থাকলে চলবে না। আসছে ম্যাচে আমাদের অবশ্যই অনেক ভালো খেলতে হবে। এল ক্লাসিকো সবসময় ভিন্ন একটা ম্যাচ এবং এর জন্য অবশ্যই আমরা তৈরি থাকব।’’

আগরতলা-ধর্মনগর এবং আগরতলা-সব্রুমের মধ্যে ডেমু স্পেশাল ট্রেন

উৎসবের ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে আগরতলা-ধর্মনগর এবং আগরতলা-সব্রুম খণ্ডে অতিরিক্ত ডেমু প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনের পরিচালন ২৩-১০-২০২০, ২৪-১০-২০২০, ২৫-১০-২০২০ এবং ২৬-১০-২০২০ তারিখে চালানোর জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এইসমূহ অতিরিক্ত সেবার চলাচল প্রারম্ভ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেন সংখ্যা ০৭৬৬৭/০৭৬৬৮ আগরতলা-সব্রুম ডেমু স্পেশাল ২৩-১০-২০২০, ২৪-১০-২০২০, ২৫-১০-২০২০ এবং ২৬-১০-২০২০ তারিখে প্রত্যাহার করা হবে।
বিস্তৃত বিবরণ এবং স্টপেজ নিম্ন অনুসারে দেওয়া হল:

০৭৬৬৪ আগরতলা-সব্রুম	০৭৬৭৬ ধর্মনগর-আগরতলা	০৭৬৬২ আগরতলা-সব্রুম	০৭৬৮০ ধর্মনগর-সব্রুম	০৭৬৬০ ধর্মনগর-আগরতলা	স্টেশন	০৭৬৬৩ সব্রুম-আগরতলা	০৭৬৭৫ আগরতলা-ধর্মনগর	০৭৬৬৯ সব্রুম-ধর্মনগর	০৭৬৬১ সব্রুম-আগরতলা	০৭৬৭৯ আগরতলা-ধর্মনগর
	০৬.০০ (ডি)		১৪.১৫ (ডি)	১৫.৪৫ (ডি)	ধর্মনগর		২১.৪৫(এ)	১৪.০০(এ)		১০.১৫ (এ)
	০৬.১৬/০৬.১৭		১৪.২৯/১৪.৩১	১৬.০০/১৬.০১	পানীসাগর		২০.৪৪/২০.৪৫	১৩.১৫/১৩.১৭		০৯.৩৮/০৯.৪০
	০৬.৩৩/০৬.৩৪		১৪.৪৫/১৪.৪৭	১৬.১৭/১৬.১৮	পেনসারথল		২০.২২/২০.২৩	১২.৫৯/১৩.০১		০৯.২২/০৯.২৩
	০৬.৫০/০৬.৫২		১৫.০১/১৫.০৩	১৬.৩৪/১৬.৩৬	কুমারঘাট		২০.০৫/২০.০৭	১২.৪৩/১২.৪৫		০৯.০০/০৯.০২
	০৭.১২/০৭.১৩		১৫.১৩/১৫.১৫	১৬.৪৮/১৬.৪৯	নালকাটা		১৯.৫২/১৯.৫৩	১২.৩১/১২.৩৩		০৮.৪৬/০৮.৪৭
	০৭.২৩/০৭.২৫		১৫.২৪/১৫.২৬	১৭.০০/১৭.০২	মনু		১৯.৪০/১৯.৪২	১২.২০/১২.২২		০৮.৩২/০৮.৩৪
	০৭.৩২/০৭.৩৩		১৫.৪৫/১৫.৪৭	১৭.০৯/১৭.১০	এল কে পারা		১৯.৩৩/১৯.৩৪	১২.১৩/১২.১৫		০৮.২৪/০৮.২৫
	০৭.৪৮/০৭.৪৯		১৬.০২/১৬.০৪	১৭.২৫/১৭.২৬	জওহরনগর		১৯.১৭/১৯.১৮	১১.৫৮/১২.০০		০৮.০৮/০৮.০৯
	০৭.৫৮/০৮.০০		১৬.১০/১৬.১২	১৭.৩৫/১৭.৩৭	আমবাসা		১৯.০৭/১৯.০৯	১১.৩৮/১১.৪০		০৭.৫২/০৭.৫৪
	০৮.২৩/০৮.২৪		১৬.২৯/১৬.৩১	১৮.০০/১৮.০১	মুঙ্গিয়াকামী		১৮.৪৩/১৮.৪৪	১১.১৯/১১.২১		০৭.২৭/০৭.২৮
	০৮.৩৮/০৮.৩৯		১৬.৪২/১৬.৪৪	১৮.২০/১৮.২১	তেলিয়ামুড়া		১৮.২৮/১৮.২৯	১১.০৬/১১.০৮		০৭.১২/০৭.১৩
	০৯.০১/০৯.০৩		১৬.৫৯/১৭.০১	১৮.৪৮/১৮.৫০	জিরানিয়া		১৮.০৮/১৮.১০	১০.৪৯/১০.৫১		০৬.৫৩/০৬.৫৫
	০৯.১৮/০৯.১৯		১৭.১৩/১৭.১৫	১৯.২০/১৯.২১	যোগেন্দ্র নগর		১৭.৫৩/১৭.৫৪	১০.৩৬/১০.৩৮		০৬.৩৮/০৬.৩৯
১০.৫০ (ডি)	১০.০০ (এ)	০৫.১৫(ডি)	১৭.২৫/১৭.৩০	২০.০০ (এ)	আগরতলা	১৬.১৫(এ)	১৭.৪৫ (ডি)	১০.২৫/১০.৩০	২২.৪৫(এ)	০৬.৩০(ডি)
১০.৫৮/১১.০০		০৫.২৩/০৫.২৫	১৭.৩৮/১৭.৪০		সেকেরকোট	১৫.৩৯/১৫.৪১		০৯.৫৪/০৯.৫৬	২২.০৯/২২.১১	
১১.১০/১১.১২		০৫.৩৫/০৫.৩৭	১৭.৫০/১৭.৫২		বিশালগড়	১৫.৩০/১৫.৩২		০৯.৪৫/০৯.৪৭	২২.০০/২২.০২	
১১.২৪/১১.২৬		০৫.৪৯/০৫.৫১	১৮.০৪/১৮.০৬		বিশ্রামগঞ্জ	১৫.১৬/১৫.১৮		০৯.৩১/০৯.৩৩	২১.৪৬/২১.৪৮	
১১.৪০/১১.৪২		০৬.০৫/০৬.০৭	১৮.২০/১৮.২২		উদয়পুর - ত্রিপুরা	১৫.০০/১৫.০২		০৯.১৫/০৯.১৭	২১.৩০/২১.৩২	
১১.৫০/১১.৫২		০৬.১৫/০৬.১৭	১৮.৩০/১৮.৩২		গর্জি	১৪.৫০/১৪.৫২		০৯.০৫/০৯.০৭	২১.২০/২১.২২	
১২.০৩/১২.০৫		০৬.২৮/০৬.৩০	১৮.৪৩/১৮.৪৫		শান্তির বাজার	১৪.৩৭/১৪.৩৯		০৮.৫২/০৮.৫৪	২১.০৭/২১.০৯	
১২.১৪/১২.১৬		০৬.৩৯/০৬.৪১	১৮.৫৪/১৮.৫৬		বেলোনিয়া	১৪.২৬/১৪.২৮		০৮.৪১/০৮.৪৩	২০.৫৬/২০.৫৮	
১২.২৭/১২.২৯		০৬.৫২/০৬.৫৪	১৯.০৭/১৯.০৯		জোলাইবাড়ী	১৪.১৩/১৪.১৫		০৮.২৮/০৮.৩০	২০.৪৩/২০.৪৫	
১২.৩৭/১২.৩৯		০৭.০২/০৭.০৪	১৯.১৭/১৯.১৯		ঋষ্যমুখ টেসা	১৪.০৩/১৪.০৫		০৮.১৮/০৮.২০	২০.৩৩/২০.৩৫	
১২.৪৭/১২.৪৯		০৭.১২/০৭.১৪	১৯.২৭/১৯.২৯		মনু বাজার	১৩.৫৩/১৩.৫৫		০৮.০৮/০৮.১০	২০.২৩/২০.২৫	
১৩.২০ (এ)		০৭.৪৫ (এ)	২০.০০ (এ)		সব্রুম	১৩.৪৫ (ডি)		০৮.০০ (ডি)	২০.১৫ (ডি)	

উপরের ডেমু বিশেষ ট্রেনগুলির গঠন আগের মতো চলবে।

মহা প্রবন্ধক (অপারেশন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ফাতির কাছে ক্ষমা চাইলেন সাংবাদিক

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফেরেন্সভারোসের বিপক্ষে বার্সেলোনার ৫-১ গোলের জয়ে দারুণ অবদান রাখা আনসু ফাতিকে ‘রাস্তার কালো হকার’ এর সঙ্গে তুলনা করার পর ক্ষমা চেয়েছেন এক স্প্যানিশ সাংবাদিক।কাম্প নউয়ে মঙ্গলবারের ম্যাচে একটি গোল করার পাশাপাশি একটি গোলে সহায়তা করা ১৭ বছর বয়সী ফাতি এই ঘটনায় পাশে পেয়েছেন সতীর্থ অঁতোয়ান গ্রিজমানকে।এই টুইটে ফাতিকে ব্যতিক্রমী উল্লেখ করে বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদ জানান কাতালান দলটির ফরাসি ফরোয়ার্ড গ্রিজমান।‘‘আনসু একজন ব্যতিক্রমী ছেলে যে সব মানুষের মতোই সম্মানের দাবি রাখে। বর্ণবাদকে ‘না’, অভদ্রতাকে ‘না’।’’আগেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার রেকর্ড গড়া ফাতি এদিন গড়েন প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বয়স ১৮ হওয়ার আগেই প্রতিযোগিতায় দুই গোল করার অনন্য কীর্তি।স্প্যানিশ পত্রিকা এবিসি’র ম্যাচ রিপোর্টে স্প্যানিশ উইঙ্গারকে নিয়ে লিখেছে, সে একজন ‘রাস্তার কালো হকার’, এবং যখন পুলিশ হাজির হয়, ‘আপনি তাদের হঠাৎ দৌড়াতে দেখবেন।’একই পত্রিকায় বৃহস্পতিবার ক্ষমা চেয়ে ওই সাংবাদিক বলেন, তিনি ফাতির সুন্দর খেলার প্রশংসা করতে চেয়েছিলেন। ভুল বোঝাবুঝির কারণে তিনি গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন।

ফন ডাইকের জন্য দুঃখিত এভারটন

লিভারপুলের ডিফেন্ডার ভার্জিল ফন ডাইকের চোটের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এভারটনের কোচ কার্লো আনচেলত্তি।প্রিমিয়ার লিগে গত শনিবার এভারটনের মাঠে ২-২ ড্র ম্যাচের শুরুর দিকে স্বাগতিক গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ডের ট্যাকলে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন ফন ডাইক। পরদিন এক বিবৃতিতে লিভারপুল জানায়, ২৯ বছর বয়সী ডাচ সেন্টার-ব্যাকের হাঁটুর লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেখানে অস্ত্রোপচার করাতে হবে।ফন ডাইকের চোটের ঘটনায় পিকফোর্ড দুঃখিত বলে জানিয়েছেন আনচেলত্তি, তবে ঘটানাটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল না বলে বৃহস্পতিবার ক্লাবের ওয়েবসাইটে জানান তিনি।“স্পষ্টতই, ভার্জিল ফন ডাইকের চোটের জন্য আমরা খুব দুঃখিত। আমাদের সবার আশা, দ্রুতই সে চোট কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে।”“জর্ডান সত্যিই দুঃখিত, সত্যিই হতাশ। সংঘর্ষটা ছিল মারাত্মক, হয়তো টাইমিংয়ে গড়বড় হয়েছিল, তবে কখনও কখনও ফুটবলে এমনটি ঘটতে পারে।”একই ম্যাচে ফন ডাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পাওয়া ফরোয়ার্ড হামেস রদ্রিগেসকে সাউথ্যাম্পটনের বিপক্ষে রোববারের ম্যাচে পাচ্ছে না এভারটন।

র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের অবস্থানেই ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার উন্নতি

টানা দুই জয় দিয়ে কাতার বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব শুরু করা ব্রাজিলের র‍্যাঙ্কিংয়ে কোনো উন্নতি হয়নি। আগের মতোই তিন নম্বরে রয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। এক ধাপ এগিয়ে আট নম্বরে উঠে এসেছে আর্জেন্টিনা।সম্প্রতি হওয়া ২০২২ বিশ্বকাপ বাছাই, উয়েফা নেশন্স লিগ এবং ২০২১ ইউরো বাছাইয়ের প্লে-অফের ম্যাচগুলির পর বৃহস্পতিবার অক্টোবরের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে ফিফা।নেশন্স লিগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হারলেও আগের মতোই সবার ওপরে আছে বেলজিয়াম। পরিবর্তন নেই পরের চারটি স্থানেও। দুই নম্বরে আছে ফ্রান্স। ব্রাজিলের পেছনে থেকে চারে ইংল্যান্ড ও পাঁচে পর্তুগাল। এক ধাপ এগিয়ে ছয়ে উঠেছে ২০১০ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেন। একুয়েডর ও বলিভিয়াকে হারানো আর্জেন্টিনা আছে আটে। এক ধাপ করে পিছিয়েছে উরুগুয়ে (সাত) ও ক্রোয়েশিয়া (নবম)।দশম স্থান ধরে রেখেছে কলোম্বিয়া।বিশ্ব ফুটবলের পরাশক্তিগুলোর একটি জার্মানি আগের মতো চতুর্দশ স্থানে আছে। তিন ধাপ এগিয়ে তাদের ঠিক ওপরে আছে ডেনমার্ক। দুই ধাপ পিছিয়েছে নেদারল্যান্ডস, আছে পঞ্চদশ স্থানে।দীর্ঘদিন ধরে মাঠের ফুটবলের বাইরে থাকা বাংলাদেশের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয়নি, ১৮৭তম স্থানে আছে তারা।

P.13(195)/DM(D)/EX/SETT/2019-20/(P-I)/2020-23 Dated, 19/10/2020

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

The Collector of Excise. Dhalai invites Online Tender through the Tripura tenders Portal at https://tripuratenders.gov.in from the interested bidders who are requested to quote their rate /bid for **Kulai Country Liquor Shop under Dhalai District for the remaining part of the financial year of 2020-21, 2021-22 & 2022-23.**
Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in.
The interested bidders Cate requested to download and to go through the instructions/terms conditions/critical dates/eligibility criteria noted in the DNIT minutely.
Eligible bidders shall participate in bidding only through website https://tripuratenderis.gov.in. The e-procurement portal will not allow any bidder to attempt bidding, after the schedule date and time of bid submission is over. Submission of bids physically is not permitted.
The lasedate of e-bidding is up to 5.30 PM of 13/11/2020 and e-tender will be opened at 11.00 AM of 16/11/2020 in the office of the undersigned.
All future Addendum/Corrigendum pertaining to this tender, if issued, shall be made available only in the https://tripuratenders.gov.in portal.

ICA-C-1920/20

GOVEKAR MAYUR RATILAL, LAS)
collector of Excise
Dhalai District

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)
Quotation No: 02/EE (Agri)/N/2020-21

Sealed Quotations are invited for procurement of various items under Executive Engineer, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Dharmanagar, North Tripura from the approved Govt. Registered reputed Firms/Dealers/Suppliers for Establishment of Mushroom Spawn Production Centre at Kumarghat, Ashrampally, Vidyasagar G.P. Unakoti District.
The Details Quotation form with detailed description of terms & conditions will be available from the office of the undersigned on any working day upto 04-11-2020 from 11.30 am to 4.00 pm and the Quotation will be received at the office of the undersigned upto 3.00 pm on 06-11-2020.
The Quotation will be opened on 06-11-2020 at 3.30 pm if possible. All interested persons are requested to remain present that day.
FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA-C-1930/20

Executive Engineer
Department of Agriculture
North Tripura, Dharmanagar

Notice Inviting e-Tender

The undersigned is hereby invites two (2) separate e-tenders from the interested, resourceful and experienced suppliers/ manufactures for
1. Supply & Installation of Consumer Electronics & Measurement Lab Equipments. Tender Id - 2020_WPH_13377_1
1. Supply & Installation of Electronics Device Lab Equipments. Tender Id - 2020_WPH_13382_1
Bid submission end Date : 12/11/2020 up to 2.00 pm. For details kindly visit the website https://tripuratenders.gov.in

ICA-C-1933/20

Sd/- Illegible
Principal
Women's Plotytechnic, Hapania
Tripura West

Ph. - 9436465079
The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R8(13), Khowai, Tripura invites e-tender linst Press NIeT No 11/EE/PWD/KHW/2020-21 Date-19-10-2020
For
“PR of road from Bachaibari to Udna (L=17.656Km)/SH: WBM, Carpeting & Seal coat, lowering of road side berm, kutcha drain etc.”
DNIT No: 11/SE-II/PWD (R&B) /2020-21, Est. Cost : Rs. 41,43,835-00,
All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 20-10-2020 to 09-11-2020 upto 15.00Hrs.
For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in
Note: **NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER***

ICA-C-1927/20

Sd/- Illegible
Executive Engineer
Khowai Division, PWD (R&B)
Khowai, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:
10/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21, Dated:-17-10-2020

On behalf of the ‘Governor of Tripura’ The Executive **Engineer, Medical College Division, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender** from the eligible bidders up to 3.00 PM on **02-11-2020** for the following works:-
1. DNIT NO:-16/EE/MCD/PWD/(R&B)/2019-20 (2nd Call)
For details visit website https://tripumtenders.gov.in and contact at **9436131244/9862781261.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C-1925/20

Sd/- (Er. D. K. Roy)
Executive Engineer
Medical College Division, PWD(R&B)
Kunjaban, Agartala

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ৩১-০৩-২০২০ ইং তারিখের মধ্যে BS-IV যে কোন মোটরযান ক্রয় করেছেন কিন্তু Registration হয়নি, সেই সকল Registration বিহীন গাড়িগুলির নিম্নলিখিত নথি কপি সহ আগামী ১০-১১-২০২০ ইং তারিখের মধ্যে স্বঃ স্বঃ ডিলার (Dealer) এর নিকট জমা দেওয়ার জন্য জানানো যাইতেছে।

- ✓Application in Form 20
- ✓Sales certificate in Form 21
- ✓Road worthiness certificate in Form 22
- ✓Temporary registration, if any
- ✓Form 34 (in case of HP endorsement)
- ✓Dealer invoice
- ✓Proof of address (Aadhar, PRTC, Electricity bill etc.)

অন্যথায়, ঐ গাড়িগুলি ১০-১১-২০২০ ইং তারিখের পর Registration বিবেচনার জন্য গ্রাহ্য করা হবে না।

স্বাঃ অস্পষ্ট
পরিবহণ আধিকারিক
ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-742/20

ADVERTISEMENT

Application is invited as per prescribe format from the suitable candidates for recruitment to the post of **District Programme Officer** purely on contractual basis for 1(One) year under Disaster Management Authority, Dhalai District, Tripura.
Interested candidates may submit applications to the office of the DM & Collector, Dhalai District, Jawahamagar, Tripura within **13th November’2020** during office hours alongwith relevant documents.
The details of the advertisement and terms & conditions of the post alongwith format of application are available in the web portal of the District Administration, Dhalai **(http://www.dhalai.gov.in)** and in the Notice Board of the office of the DM & Collector, Dhalai District.

ICA-D-740/20

Sd/- (Govekar Mayur Ratilal, IAS)
District Magistrate & Collector,
Dhalai District : Jawaharnagar.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:
EE/IED/UDP/35/2020-21 Dated:-17-10-2020

SL. NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (In Rs.)	EARNEST MONEY (In Rs.)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATIO FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	**DN1T NO:- EE-IED/ UDP/68/2020-21**	Rs. 1,75,927.00	Rs. 1,759.00	20 Days	**Upto 16.00 Hrs on 02/11/2020**	**At 15.30 Hrs on 04/11/ 2020**
2	**DN1T NO:- EE-IED/ UDP/68/2020-21**	Rs. 3,45,525.00	Rs. 3,455.00			

The tender documents are available on inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 11.AM to 4.00 PM during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor or Tripura
Sd/-(Er. Buddha Jamatia)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati, Tripura

ICA-C-1923/20

বৃহস্পতিবার আগরতলায় একটি সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব ও বিধায়িকা মিমি মজুমদার। *ছবি-নিজস্ব।*

ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প নিয়ে সচিবালয়ে পর্যালোচনাসভা

কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির সুবিধা রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। রাজ্যের জনগণের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সরকার যে সমস্ত কেন্দ্রীয় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প রূপায়ণ করছে তার সুযোগ সুবিধাগুলি রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিগুলি রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। তবেই আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যাবে। আজ সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে বিভিন্ন দপ্তরের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনাসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। সভায় তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তবেই জনগণ প্রকল্পগুলি সুফল সময়ের মধ্যে লাভ করতে পারবেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সিঁ'াই যোজনা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জলসম্পদ দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার বলেন, প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সিঁ'াই যোজনায় হর ক্ষেত কো পানি কর্মসূচিতে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১,১২১টি মল বোর টিউবওয়েল খনন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২৩১টির অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং কাজও ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তাছাড়াও এই প্রকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৫টি সারফেস মাইনর ইরিগেশন প্রকল্পের কাজ চলছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চাষের জলসেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী ক'ষি সিঁ'াই যোজনা রাজ্যে যথাযথভাবে রূপায়ণের জন্য ক'ষি দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। রাজ্যে সেচের উৎসগুলির সাধারণ সংস্কারের কাজগুলি দ্রততার সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে তিনি জলসম্পদ দপ্তরের ইঁ'নিয়ার সহ আধিকারিকদের বিভিন্ন সংস্কার কাজে আরও যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন।

সভায় প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্প বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রধান সচিব শশীর'ন কুমার বলেন, ক'ষকদের আয় বাড়ানোর জন্য এবং বিদ্যুৎ শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্প চালু করেছে। প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্পে ক'ষকদের কল্যাণে সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো এবং সোলার পাম্প প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পে ট্রেডার মাধ্যমে রাজ্যে ৫টি সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হবে। ট্রেডার মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে নতুন ১,৩০০টি সোলার পাম্প বসানোর অনুমোদন পাওয়া গেছে। আগামী ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে সেগুলি বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ট্রেডার মাধ্যমে ১,৩০০টি ক'ষি পাম্পকে সৌরকরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, যা আগামী ২০২১ সালের মার্চের মধ্যে কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কুসুম প্রকল্পে যে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সিমনায় নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। সিধাই থানা এলাকার সিমনার একটি বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। ডেপুটি পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে থানার পুলিশ ওই বাড়িতে হানা দেয়।গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ অন্যান্য নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও বাড়ির মালিককে পাখা করতে পারেনি পুলিশ। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না একটি মামলা গৃহীত হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার এর জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই বাড়িতে মজুদ রেখে নেশাজাতীয় সামগ্রী যুবসমাজের হাতে তুলে দেওয়া হতো।শুধু তাই নয় এসব নেশা সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচার করা হতো।সে কারণেই পুলিশ বাড়িতে হানা দিয়ে নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

বন দপ্তরে চাকুরী দেয়ার নামে টাকা আত্মসাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। বনদপ্তর এ চাকরি দেওয়ার নাম করে এক মহিলা প্রতারক এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। ওই মহিলা প্রতারকের নাম রুপা দেববর্মা।জানা গেছে রুপা দেববর্মা নামে ওই মহিলা প্রতারক দূর্গা চৌমুহনী একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতো। বাড়ির মালিকের কাছ থেকেই টাকাগুলি হাতিয়ে নিয়েছে বলে জানা গেছে।এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত প্রতারককে জালে তুলতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। প্রতারক মহিলাকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য চাকরি দেওয়ার নাম করে এর আগেও বহু টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারক চক্র। পুলিশ ও প্রশাসন এসব বিষয়ে সতর্ক থাকলেও চক্রটিকে পাকড়াও করতে সক্ষম হচ্ছে না। মানুষের দুর্বলতার সুযোগে কাজে লাগিয়ে এই প্রতারক চক্রটি লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

উদয়পুরের রাকেশ শর্মা খুনের ঘটনা রাজনৈতিক নয়, পারিবারিক বলে দাবি সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ অক্টোবর।। উদয়পুর মহকুমার চন্দ্রপুর কলোনী আশ্রমটিলা এলাকার দুই পরিবারের বিবাদকে ঘিরে এক যুবক রাকেশ শর্মার খুনের ঘটনায় বিজেপির মিথ্যাচারকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানালো সিপিআই(এম) উদয়পুর মহকুমা কমিটি। বৃহস্পতিবার মহকুমা দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান পারিবারিক ঘটনাকে রাজনৈতিক খুন বলে বিজেপির দেউলিয়াপনার রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ করতে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) গোমতী জেলা সম্পাদক মাধব সাহা, উদয়পুর মহকুমা সম্পাদক মানিক বিশ্বাস।সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্বরা বলেন, এঘটনাকে কেন্দ্র করে সিপিআই(এম)-এর উপর দোষ চাপিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকসহ বিজেপি নেতারা যে ভাষায় কথা বলছেন তা সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত লজ্জাজনক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট কায়দায় দলীয় কর্মীদের প্রকাশ্যে কমিউনিষ্টদের বীজ উপড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন এ ঘটনার প্রতিবাদ নয় প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কর্মীদের প্রতিশোধ নিতে অদ্ভুত অরাজক পরিবেশ রাজ্যে যে কায়েম হতে চলেছে তার আভাষ প্রতিমা ভৌমিকের ন্ট্রে।উল্লেখ্য চন্দ্রপুর কলোনীর আশ্রমটিলা এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর শর্মা ও মেঘলাল দাসের পরিবারের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে গত কিছুদিন যাবৎ বাকবিতন্ডা চলছে। গত ১৮ অক্টোবর সন্ধ্যায় নিজেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি মিটিয়ে ফেলতে উভয় পরিবার মত প্রকাশ করে। সে মোতাবেক ঐদিন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ দীপঙ্কর শর্মা, তার ছেলে রাকেশ শর্মাসহ কয়েকজন যায় মেঘলাল দাসের বাড়ি। অভিযোগ উভয় পরিবার যখন বসে কথা বলছিলো তখন মেঘলাল দাসের পরিবারের ইন্ধনে বহিরাগত আরো কিছু মিলে অতর্কিতে হামলা করে দীপঙ্কর শর্মার পরিবারের লোকদের উপর। রাকেশ শর্মার শরীরের নিম্নাঙ্গে আঘাতের ফলে মারাত্মক আহত অবস্থায় আগরতলা নিয়ে যাওয়ার পথেই দুঃখজনক মৃত্যু হয়। তাছাড়া দীপঙ্কর শর্মাসহ তার পরিবারের আরো তিনজন আহত হয়। এই গোটা ঘটনা নিজ মুখে স্বীকার করেন মৃত রাকেশ শর্মার কাকা। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ ১৯ অক্টোবর সকালের পর থেকেই বিজেপি এঘটনাকে রাজনৈতিক রঙ লাগিয়ে এলাকাতে ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

শারদোৎসব উপলক্ষে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ বিধায়িকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে দুস্থ পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ালেন বিধায়িকা মিমি মজুমদার।বেলাবর স্কুল মাঠে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গরিব পরিবারের মহিলা দের হাতে বস্ত্র তুলে দেন বিধায়িকা মিমি মজুমদার।উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যায়া নীতি দেব সহ অন্যান্যরা। বিধায়িকা মিমি মজুমদারের এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যায়া নীতি দেব।এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়িকা মেমে মজুমদার বলেন শারদ উৎসবে গরিব পরিবারের মা-বোনেরা অর্থের অভাবে নতুন জামা-কাপড় কিনতে পারেন না। অথচ শারদ উৎসব হলো রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবে তার বিধানসভা এলাকার গরিব মা বোনেরা যাতে নতুন জামা কাপড় পরিধান করতে পারেন সে জন্যই তিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আগামী কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে বিধায়িকা মিমি মজুমদার জানিয়েছেন।

আগরতলায় বিভিন্ন স্থানে নেশা বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় নেশা বিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে।শারদ উৎসবের দিন গুলিতে যাতে কোনো ধরনের অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্যই নেশা বিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার সুপারি বাগান এর দুলাল সূত্র ধরের বাড়িতে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ উদ্ধার করা হয়েছে। সদরের এসডিপিও চিরঞ্জিত চক্রবর্তী নিজে এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন দুলাল সূত্র ধরের বাড়িতে বেআইনিভাবে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ মজুদ রাখা হয়েছিল। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এই বাড়িতে হানা দেন। এ ধরনের অভিযান অন্যান্য স্থানেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।এদিকে রামনগর আউটপোস্ট এর পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মদ উদ্ধার করেছে।রামনগর আউটপোস্ট এর ওসি বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন রামনগর আউটপোস্ট এলাকায় এ ধরনের অভিযান আগামী কয়েকদিন অব্যাহত থাকবে।পুজোর দিন গুলিতে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাতে কোনো ধরনের অঘটন ঘটাতে না পারে সেজন্যই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মোবাইল চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। রামনগর এলাকায় নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে একটি বাড়ি থেকে মোবাইল ফোন চুরি করে নিয়ে গেছে এক শ্রমিক। এ ব্যাপারে বাড়ির মালিক রিমা দাস থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন। পরেরদিন কাজ করতে এলে তাকে ওই মোবাইল ফোনসহ বাড়ির মালিক রিমা দাস আটক করতে সক্ষম হন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় পশ্চিম থানায়। খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ ছুটে এসে মোবাইল ফোনসহ তাকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা গৃহীত হয়েছে। ধৃত মোবাইল চোরের নাম প্রসেনজিৎ দাস। তার বাড়ি বণিক চৌমুহনী এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

খোয়াই জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় চলাচলে বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে জনজীবনে শান্তি, সম্প্রীতি এবং নিরাপত্তা রক্ষায় সীমান্ত থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত এলাকায় জনগণের চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। খোয়াই জেলার জেলাশাসক এক আদেশে জানিয়েছেন আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাত ৮টা থেকে পরদিন সকাল ৫টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে। ১৪৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলাশাসক এই আদেশ জারি করেছেন। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন, আইন শৃঙ্খলার কাজে নিযুক্ত সামরিক বাহিনী/আধা সামরিক বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ কর্মীদের ক্ষেত্রে, খোয়াই জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এবং খোয়াই মহকুমার মহকুমা শাসকের অনুমতি প্রাপকের ক্ষেত্রে, জরুরী সরকারি কাজে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারির ক্ষেত্রে এবং এখনই চিকিৎসা প্রয়োজন এমন রোগীর ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ কার্যকর হবে না। জেলাশাসক আদেশে জানিয়েছেন আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এসএফআইয়ের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার মেলারমাঠ স্থিত ছাত্র যুব ভবন এ ছাত্রসংগঠন এসএফআইয়ের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হয়। শারদ উৎসব চলাকালে মানুষ আনন্দ উল্লাসে মত্ত থাকবেন। এই সময়ে তেমন রক্তদান শিবির সংঘটিত হয় না। অথচ রোগীদের জন্য রক্তের প্রয়োজন হয়। রক্তের অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে।এ কথা মাথায় রেখেই ছাত্রসংগঠন এসএফআই শারদ উৎসবের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার ছাত্র-যুব ভবনে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে।রক্তদান শিবির এর প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন বলেন এটি তাদের সামাজিক দায়িত্বের অংশবিশেষ।ছাত্র সংগঠন প্রতিবছরই রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত থাকে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।আগামী দিনগুলিতে তাদের এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন জানিয়েছেন। উৎসবের দিন গুলি সকলের জন্য আনন্দের বন্যা বয়ে নিয়ে আসুক সেই প্রত্যাশা করেছেন এসএফআই নেতৃবৃন্দ।রাজ্যের ব্লাড ব্যাঙ্ক গুলিতে রক্তের সংকট দূর করতে এবং চিকিৎসা পরিষেবায় সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ অন্যান্য সংগঠনগুলিকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

কলাবাগান করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ অক্টোবর।। বগাফা কৃষি দপ্তরের সহযোগীতায় আর্থিক সাবলম্বী হতে চলছে কিছু সংখ্যক উপজাতি অংশের লোকজন। ত্রিপুরায় বিজেপি আই পি এফ টি সরকার গঠনের পর রাজ্যের লোকজনদের উন্নয়ন প্রকল্পে নানন কাজকরে যাচ্ছে রাজ্যসরকার। এরইমধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতি অংশের লোকজনদের আর্থিক সাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। এমনই চিত্র লক্ষ্যকরাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ী এডিসি ভিলেজের বিভিন্ন এলাকায়। বগাফা কৃষি মহকুমার রাজাপুর কৃষি বিভাগের অন্তর্গত পতিছড়ী এডিসি ভিলেজের কিছু সংখ্যক গরীব লোকজনদের নির্ধারন করে উনাদের আর্থিক সাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কলা বাগান ও সুপাড়ী বাগান করে দেওয়াহয়েছে। জানাযায় ঐ সকল লোকজনদের উন্নয়নস্বার্থে বিগতদিনে রাজ্যসরকারের উদ্দ্যোগে পাট্টা জমি প্রদানকরাহয়েছে। রাজ্যে বিগতদিনে দেখাযেতো পাট্টা জমি পেয়ে সকলে রাবার চাষে ব্যস্ত থাকতো। কিন্তু রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর সম্পূর্ন বেতিক্রমী চিত্র লক্ষ্যকরাযায়। এই পাট্টা জমিতে কলা বাগান ও সুপাড়ীর চাষ করে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হবার ভিন্ন পথ বেছে নিয়েছে উপজাতি অংশের লোকজনেরা। এই নিয়ে বেনিফিসারীদের সঙ্গে কথা বললে উনারা রাজ্যের জোট সরকার ও কৃষি দপ্তরের রাজাপুর কৃষি সহায়ক কেন্দ্রের গ্রামসেবক সুরেন্দ্র রিয়াং

ছয়ের পাতায় দেখুন

নীতীশের নেতৃত্বে প্রগতিশীল ও উন্নত রাজ্যে উন্নীত হবে বিহার : নির্মলা

পাটনা, ২২ অক্টোবর (হি.স.): নীতীশ কুমারের নেতৃত্বেই ভারতের প্রগতিশীল ও উন্নত রাজ্যে উন্নীত হবে বিহার। তাই বিহারের জনগণের কাছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী নির্মলা সীতারমণের আর্জি, এনডিএ-কেই ভোট দিন। বৃহস্পতিবার সকালে পাটনায় সাংবাদিক সম্মেলন করে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করার পর অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "বিহার এমন একটি রাজ্য, যে রাজ্যের সমস্ত নাগরিক রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এবং সচেতন। একটি দল কী প্রতিশ্রুতি দেয়, তা তাঁরা ভালো করেই জানেন। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকি তা পূরণও করি। তাই কেউ যদি আমাদের নির্বাচনী ইস্তেহার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তাহলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমরা জবাব দিতে পারব।" অর্থমন্ত্রী বলেন, নিজেদের দক্ষতার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চাকরি পাচ্ছেন বিহারের জনগণ। সকলের জন্য বিকাশের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ বিহার সরকার পূর্ববর্তী সমস্ত প্রতিশ্রুতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পূরণ করেছে। এনডিএ তথা নীতীশ কুমারকে পুনরায় জয়ী করার আবেদন জানিয়ে নির্মলা বলেছেন, "এনডিএ-কেই জয়ী করুন, এজন্য রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আগামী ৫ বছরের জন্য নীতীশ কুমার হবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে

ছয়ের পাতায় দেখুন

সরকারি প্রকল্পের ইটের সুরকি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ অক্টোবর।।-রাতের আধারে সরকারি কাজের ইটের কংক্রিট পাচারের সময় জনতার হাতে আটক ৪৫০ টিন কংক্রিট। ব্লক কর্তৃপক্ষের দাবি কংক্রিট গুলি সরকারি কাজের নয়। ব্লকের তরফ থেকে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের। ঘটনা উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৮ অক্টোবর রবিবার বিকেল ৫ টা নাগাদ উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লক চত্বরে দুটি বলেরো মালবাহী গাড়ি দিয়ে ৪৫০ টিন ইটের কংক্রিট নিয়ে আসা হয়। রাত ৮ টা নাগাদ পুনরায় ব্লক চত্বরে আনলোড করে রাখা ৪৫০ টিন ইটের কংক্রিট দুটি বলেরো গাড়িতে লোড করে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় এলাকাবাসী গাড়ি গুলিকে আটক করেন। এবং ইটের কংক্রিট গুলি ব্লকের ভেতর পুনরায় আনলোড করান। স্থানীয়দের দাবি কংক্রিট গুলি সরকারি কাজের জন্য ব্লকে এনে রাখা হয়েছে। তাই রাতের আধারে সেগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও উত্তেজিত স্থানীয় জনতা চালকদের সাথে কথা বলে জানতে পারেন কালাছড়া এলাকার জাহাঙ্গীর হোসেন ও ইমরান মিয়া কালাছড়া ব্লকের কাজের জন্য ফুলবাড়ী ২ নম্বর ওয়ার্ডের জালাল উদ্দিনের কাছ থেকে ৪৫০ টিন ইটের কংক্রিট এনেছিলেন। ওই কংক্রিট গুলির মূল্য ২৯ হাজার ৫০০ টাকা। কিন্তু পরে রাতের আধারে ব্লকের ভিতর থেকে কংক্রিট গুলি অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তাই স্থানীয়দের দাবি সরকারি কাজের জন্য ব্যবহৃত ইটের কংক্রিট গুলি পাচারের জন্য রাতের আধারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। স্থানীয় এলাকাবাসী আরো জানান উনারা জানতে পেরেছেন উত্তর জেলার বিজেপি দলের সাধারণ সম্পাদক কাজল দাস ওই কংক্রিট গুলি তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীর হোসেন ও ইমরান মিয়াকে।এলাকাবাসীর আরো অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন থেকে উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক কাজল দাসের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে ব্যবহৃত পণ্য সামগ্রী পাচারের অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে আসছিলো। আজও অনুরূপভাবে আবার উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদকের নাম সংবাদের শিরোনামে উঠে আসলো সরকারি কাজে ব্যবহৃত ইটের কংক্রিট পাচারে। তাই এলাকাবাসীর জুড়ালো অভিযোগ তুলেছেন, সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে বিষয়টুকু দেখুক ব্লক কর্তৃপক্ষ ও কদমতলা থানার পুলিশ।এদিকে কালাছড়া ব্লকের ভিডিও কান্তি সরকার জানান, ওই কংক্রিট গুলি কে বা কারা এনে রেখেছেন তা তিনি জানেন না। তবে পরের দিন অর্থাৎ গত সোমবার এলাকাবাসী উনাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।